CMYK CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 1 March, 2021 ■ আগরতলা, ১ মার্চ ২০২১ ইং ■ ১৬ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজের প্রধান সমাজপতিদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার অপচেষ্টা করা হয়েছিল ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ফেব্রুয়ারি।। জনজাতিগোষ্ঠীর সমাজপতিরা হলেন জনজাতি সমাজের ধারক এবং বাহক। সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তাঁরা অগ্রনী ভূমিকা নিয়ে থাকেন। তাঁদের প্রদর্শিত পথ ও চিরাচরিত প্রথা সমাজ জীবনকে সুন্দর ভাবে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। তাই রাজ্যের জনজাতিগোষ্ঠীর সমাজপতিদের সম্মাননা জানানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। জনজাতিগোষ্ঠীর প্রধান সমাজপতিদের জন্য সরকার মাসিক ২০০০ টাকা করে সান্মানিক ভাতা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আজ আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের প্রধান সমাজপতিদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি বলেন, বিগত দিনে ভারতীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বোঝার মতো সরকার এরাজ্যে ছিল না। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের ছোট বড় সব জনজাতি গোষ্ঠীদের চিহ্নিত করে তাদের সম্মান জানানোর উদ্যোগ নেওয়ার ফলে আজ তাদের মধ্যে আনন্দ এবং উচ্ছাস সৃষ্টি হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজন্য আমলে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের শাসনকালে রাজ্যের ছোট ছোট জনজাতি গোষ্ঠীর সমাজপতিদের সম্মান জানানোর প্রথার কথা উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে দীর্ঘ দিন ধরে এই প্রথা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। রাজ্যের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার অপচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু জনজাতি গোষ্ঠীর সমাজপতিদের জন্য আজও তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রয়েছে। এরাই মাটির মানুষ। ত্রিপুরার মাটি এবং সংস্কৃতিকে তাঁরা অনুভব করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠার পর রাজ্যের জনজাতিদের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বড়মুড়া পাহাড়ের নাম হাতাইকতর করা হয়েছে। আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীর বিক্রম মানিক্যের নামে নামাঙ্কিত করা হয়। মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্যের জন্মদিনকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। গড়িয়া পূজায় দু'দিন ছুটি ঘোষণা করা হয়। রাজ্যে বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হচ্ছে। এডিসি এলাকায় প্রায় ৫৭ কোটি টাকা অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ সহ দীর্ঘ দিনের রিয়াং (ব) শরনার্থীদের অমানবিক পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে তাদের ত্রিপুরাতেই স্থায়ী পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়ার বিষয়টির কথাও মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০০৬ সাল থেকে এডিসি এলাকায় এইচ এস সি এল-এর যে সকল রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ অসম্পর্ণ রয়েছে, বর্তমান সরকার পুনরায় প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করে সেই সমস্ত রাস্তাগুলির নির্মাণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার চুড়াইবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। নিখোঁজ যুবকের মৃত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনা চুরাইবাড়ি থানা এলাকার কাটুয়াছড়া ১নম্বর ওয়ার্ডে। মৃতের নাম কিশোর ত্রিপুরা (২৯) পিতা নয়ন ত্রিপুরা।বাড়ি উত্তর জেলার কদমতলা থানা এলাকার রাণীবাড়ির সোনাইছড়ি গ্রামের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে।

জানা যায়, সংসারে দুই মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে সে শ্বশুরবাড়িতে থাকতো।গত ২১ ফেব্রুয়ারি সে নিখোঁজ হয়। পরিবারের তরফ থেকে চুরাইবাড়ি থানায় গত ২১-২-২১ তারিখে মিসিং ডাইরিও করা হয়েছিলো। অবশেষে গতকাল বিকেল চারটা নাগাদ নিজ শশুর বাড়ি থেকে ৫০০মিটার দুরে টাটু গাছের নিচে স্থানীয় কাটোয়াছড়ার একটি পরিত্যক্ত ডোবায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় দুস্কৃতিদের হামলা, ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা যুব জমায়েতের রেশ রাত ভর তান্ডব। ভাঙ্গচুর আটটি বাড়ি এর মধ্যে দুই বাড়িতে অগ্নিসংযোগ সহ আহত দুই। অভিযোগ শাসক দলীয় দুস্কৃতিকারী বাইক বাহিনীর বিরুদ্ধে। এই তান্ডবের হাত থেকে রেহাই পায়নি মহিলা ও ছোট ছোট শিশু থেকে শুরু করে বাদ যায় নি বাড়ির বৃদ্ধা মহিলা ও বিকলাঙ্গ ১০৩২৩ এর চাকুরী চ্যুত শিক্ষক।

বিলোনিয়া সাতমূড়া, বরোজ কলোনী সহ গান্ধী মূর্তি সংলগ্ন এলাকায় চলে রাতভর তান্ডব লীলা। দশটা থেকে শুরু হয় বাইক বাহিনীর তান্ডব লীলা। জানা যায় সাতমুড়া এলাকায় একটি, বরোজ কলোনি এলাকায় পাচটি , গান্ধী মূর্তি সংলগ্ন এলাকায় দুটি বাড়িতে ভাঙচুর চালালো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় শিশুকন্যাকে ধর্ষণের পর খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। পাঁচ বছরের নাবালিকা শিশুকে ধর্ষণে পরে নির্মমভাবে গলা টিপে খুন করা হয়েছে। নাবালিকার মৃতদেহটি গভীর জঙ্গল উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানার অধীন দুস্কি বাজারের ঈশান চন্দ্র পাড়ায়। উল্লেখ্য সোমবার পার্শবর্তী বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠান ছিল। সেখান থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায় নাবালিকা মেয়েটি। মেয়েটির নাম আরিয়া দেববর্মা। পিতা বৈশাখ চন্দ্র দেববর্মা।

সোমবার দুপুরে মেয়েটির পিতা ছন কাটার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়। সন্ধ্যায় বৈশাখ চন্দ্র দেববর্মা তথা মেয়েটির পিতা বাড়িতে এসে মেয়েকে দেখতে না পেয়ে তাৎক্ষণিক খোঁজাখুঁজি করতে শুরু করে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মেয়েটির সন্ধান না পেয়ে বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি লিপিবদ্ধ করেন। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পরে পুলিশ ঈশান চন্দ্র পাড়ার থেকে ২৫ বয়সি এক যুবক অভিজিৎ ত্রিপুরাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়।

অভিজিৎ ত্রিপুরাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে শনিবার গভীররাতে ঈশান চন্দ্র পাড়ার জঙ্গল থেকে নাবালিকা মেয়েটির মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া সহ তেলিয়ামুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক স্বপন দেববর্মা। পরে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ মৃতদেহটিকে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে ময়না তদন্তের জন্য। এদিকে থানার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনাচরন জমাতিয়া এক সাক্ষাৎকারে জানান তদন্ত জারি রয়েছে। তিনি এও জানান নাবালিকা মেয়েটিকে খুন করা হয়েছে। তবে কি কারণে খুন করা হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিবারতন্ত্রের কারণে দেশে শেষ হয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস ঃ অমিত শাহ

কারাইকাল, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শুধুমাত্র পুদুচেরিতেই নয়, বংশ পরম্পরা ও পরিবারতন্ত্রের কারণে সমগ্র দেশে শেষ হয়ে যাচ্ছে কংগ্রেস। রবিবার পুদুচেরির কারাইকালের জনসভায় কংগ্রেসকে আক্রমণ করে এই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন দুপুরে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির কারাইকালে নির্বাচনী জনসভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন বলেন, 'নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি বলতে পারি, এবারের নির্বাচনে পুদুচেরিতে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার গঠন হতে চলেছে। পুদুচেরির এই ভূমি অনেক পবিত্র। মহাকবি সুব্রহ্মণ্যম ভারতী এখানে দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন, শ্রী অরবিন্দ যখন তাঁর আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করেছিলেন, তখন পুদুচেরিকে পছন্দ করে এখন থেকেই ভবিষ্যতের জীবন যাত্রা শুরু করেছিলেন। মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম, পুদুচেরি যাতে দেশের মডেল রাজ্যে উন্নীত হয়। পুদুচেরির সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য প্রধানমন্ত্রী ১১৫-র বেশি প্রকল্প এখানে প্রেরিত করে বিকাশের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু, এখানকার সরকার এই সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে দেয়নি।

সম্প্রতি পুদুচেরিতে আস্থা ভোটে হেরে যায় ভি নারায়ণস্বামী সরকার। এ প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেছেন, 'কংগ্রেস অভিযোগ করছে, পুদুচেরিতে তাঁদের সরকারের পতনের জন্য দায়ী বিজেপি। আরে আপনারা এমন একজনকে মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন যিনি নিজের সর্বোচ্চ নেতাদের সামনে ট্রান্সলেশনেও মিথ্যে কথা বলেন। কত বড় বড় নেতা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন, কিন্তু কংগ্রেস পার্টি শুধুমাত্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রাক চালককে খুনের প্রতিবাদে তেলিয়ামুড়ায় সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৮ফেব্রুয়ারি।। গত শুক্রবার সন্ধ্যারাতে আমবাসাতে পৌঁছে সেতু খারাপ থাকার ফলে কুলাই বাইপাস রাস্তা ধরে যাবার পথে দুস্কৃতিকারীরা ট্রাক চালক প্রদিপ দেবনাথকে খুন করে তার থেকে ৪০ হাজার টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় মজদুর সংঘ অনুমোদিত ত্রিপুরার ট্রাক ড্রাইভার সংঘের পক্ষ থেকে রবিবার সকাল ৮টা নাগাদ আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক তথা তেলিয়ামুড়া থানাধীন নেতাজি নগর ব্রিজের উপর অবরোধে বসে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক ভাস্বর ভট্টাচার্য্য, মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম প্রদীপ দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোনা চরণ জমাতিয়া, তেলিয়ামুড়া থানার ওসি স্বপন দেববর্মা সহ বিশাল পুলিশবাহিনী।

দীর্ঘ প্রায় তিন ঘন্টা ধরে চলে জাতীয় সড়ক অবরোধ। এতে জাতীয় সড়কের দু'পাশে পণ্যবাহী লরি সহ যাত্রীবাহী যানবাহন ও আটকে পড়ে, দেখা দেয় যাত্রী দুর্ভোগ। পরবর্তী সময়ে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা প্রশাসনের প্রচেষ্টায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় পৃথক স্থানে আগুনে পুড়ল দুইটি বাড়ি ও দশটি দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ফেব্রুয়ারি।। রবিবার সকালে রাজধানী আগরতলা শহরের রামপুর গাংগাইল রোডের একটি বাড়িতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তাতে বাড়ির দুটি ঘর পুড়ে সরকার হয়ে গেছে। বাড়ির মালিকের নাম শেফালী দাস। জানা যায় ওই বাড়িতে অন্য কয়েকজন ভাড়া থাকতো। বাড়ির মালিক একই বাড়িতে থাকতো। ভাড়াটিয়াদের ঘরে তালা লাগানো ছিল। তারা ঘরে ছিল না।হঠাৎ বাড়ির মালিক লক্ষ করেন ভাড়াটিয়ার ঘর থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

পরিবারের লোকজনদের চিৎকারে প্রতিবেশীরাও ছুটে আসেন। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে তারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এর মধ্যে একটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। তাতে অগ্নিকাণ্ড ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। দমকল বাহিনীর প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে। ভাড়াটিয়াদের ঘর অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মালিকের বসতি অল্পেতে রক্ষা মিলেছে। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে শর্টসার্কিট থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।পুলিশ ও দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, আগুনে ভস্মীভূত ১০ টি দোকান। ঘটনাটি ঘটে নাগেরজলা মডার্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যেখানেই পড়ুক, যখনই পড়ুক, বৃষ্টির জল ধরে রাখার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জল সংরক্ষণের প্রতি আমাদের কী দায়িত্ব তা বুঝতে হবে। জল আমাদের কাছে যেমন জীবন ও আস্থা, তেমনই প্রগতির ধারাও বটে। রবিবার রেডিয়ো অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এ এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কিছু দিনের মধ্যেই বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রক একটি অভিযানও চালাবে।

এদিন বেলা এগারোটা নাগাদ মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'শনিবার মাঘ পূর্ণিমার পর্ব ছিল। মাঘ মাস বিশেষত নদী, পুকুর এবং জলাশয়ের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হয়। মাঘ মাসে কোনও পবিত্র জলাশয়ে স্নান করলে পবিত্র বলে মনে করা হয়। এবার হরিদ্বারে কুম্ভের আয়োজন হচ্ছে। জল আমাদের কাছে যেমন জীবন ও আস্থা, তেমনই প্রগতির ধারাও বটে।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার প্রিয় দেশবাসী, যখনই মাঘ মাসের এবং এই মাসের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়, একটি নাম ছাড়া এই আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না।

এই নাম হল সন্ত রবিদাসজি। মাঘ পূর্ণিমার দিনই সন্ত রবিদাসজির জয়ন্তী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নিজেদের স্বপ্নের জন্য আমরা অন্য কারও উপর নির্ভরশীল থাকব, তা মোটেও সঠিক নয়। যেটা যেমন চলছে, তেমনই চলতে থাকুক, রবিদাসজি কখনও এর পক্ষে ছিলেন না। আমি দেখতে পাচ্ছি বর্তমানের যুব সমাজও এই চিন্তাভাবনার পক্ষে মোটেও নন।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'জল সংরক্ষণের প্রতি আমাদের কী দায়িত্ব তা বুঝতে হবে। কিছু দিনের মধ্যেই বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য জলশক্তি মন্ত্রক একটি অভিযান চালাবে। এই অভিযানের স্লোগান হবে ''যেখানেই পড়ুক, যখনই পড়ুক, বৃষ্টির জল ধরে রাখুন।'

২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আজ জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। আজকের দিন ভারতের মহান বিজ্ঞানী ডক্টর সি ভি রমনের অনুসন্ধানের জন্য নিবেদিত। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা করা উচিত আমাদের যুব সমাজের ও ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাস বোঝা উচিত।' মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আত্মনির্ভর ভারতের প্রথম শর্ত হল-দেশীয় সামগ্রী নিয়ে গর্বিত হওয়া, নিজেদের দেশের নাগরিকদের দ্বারা তৈরি হওয়া সামগ্রী নিয়ে গর্ব প্রকাশ করা। যখন প্রতিটি দেশবাসী গর্ব করবে, প্রত্যেক দেশবাসী যুক্ত হবে, তখন আত্মনির্ভর ভারত শুধুমাত্র আর্থিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশে বিজ্ঞান কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৮ফেব্রুয়ারি।। আমাদের দেশে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। এটাই আমাদের ঐতিহ্য। ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যেও জাতি জনজাতি অংশের মানুষ একসাথে মিলেমিশে বসবাস করছেন। এই পরম্পরা আবহমান কালের। আজ উদয়পুরের পূর্ব গকুলপুরে বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল রমেশ বৈস একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল শ্রীবৈস বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের প্রত্যেক অঞ্চল ও রাজ্যের বিকাশে আন্তরিক। আজ এখানে রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান দিবসে বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্বোধন এ রাজ্যের জন্য একটি গর্বের দিন। তিনি বলেন, এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটি ছাত্রছাত্রীসহ সমাজের সকল অংশের মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কেন্দ্রীয় সংস্ক'তি ও পর্যটন দপ্তরের রাজ্যমন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল বলেন, এই বি'ান কেন্দ্রটি এই রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করবে। ছাত্রছাত্রীরা বি'ান বিষয়ে আনেক অজানা তথ্য জানতে পারবে। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটির উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে রাজ্যে বিজ্ঞান চর্চায় এক নতুন দিক উন্মোচিত হল। ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহী করে তোলার ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞান কেন্দ্র একটি বিশেষ ভূমিকা নেবে।

অনুষ্ঠানে জাতীয় বিজ্ঞান সংগ্রহশালা পর্ষদের মহানির্দেশক অরিজিত দত্ত চৌধুরী বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবগুলি রাজ্যে এ ধরণের বিজ্ঞান কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, বিধায়ক রতন ভৌমিক, গোমতী জেলার জেলাশাসক ড় টি কে দেবনাথ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা। উল্লেখ্য, ভারত সরকারের সংস্ক'তি মন্ত্রকের জাতীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পরিষদের সহায়তায় বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের উদ্যোগে এই বিজ্ঞান কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয়েছে। বিজ্ঞান কেন্দ্রটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৬ কোটি টাকা।

বামুটিয়ায় চুরি বহু স্বর্ণালঙ্কার লুট, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ফেব্রুয়ারি।। বামুটিয়ার বেড়িমুরা এলাকায় একটি বাড়িতে গতকাল রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।। জানা যায় পরিবারের লোকজন রাতে বাড়িতে ছিলেন না।পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জুলেখা ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে নগদ টাকা সোনা গয়না সহ মূল্যবান জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে। রবিবার সকালে স্থানীয় লোকজন বিষয়টি বাড়ির মালিককে খবর দেন। খবর পাঠানো হয় বামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।বাড়ির মালিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৪০ ▫ ১ মার্চ ২০২১ ইং ▫১৬ ফাল্গুন ▫ সোমবার ▫১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর আইন আদালতের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস পরোপুরি নির্ভরশীল। আদালত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে সেটাই জনগণের প্রত্যাশা।গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন আদালতের প্রতি মানুষের যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে।আইন-আদালত সে ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। আইন-আদালত অবিচার ব্যবস্থা মানুষের আস্থা অর্জন করিতে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছে। ইহাকে আরো সুসংহত করিবার মধ্য দিয়া আদালত বলিষ্ঠ হইতেছে। সাম্প্রতিককলে
দিল্লির পাটিয়ালা হাউস আদালতের বিচারকের রায় পুরাতন সত্যটি আবার এবং বার বার শুনাইবার গুরুতর প্রয়োজন পড়িয়াছে আজিকে। এই দেশের সংবিধান যে প্রতিবাদ কিংবা বিরোধিতার অধিকার তাহার নাগরিককে দিয়াছে, বাইশ বৎসর বয়সি দিশা রবির মামলার রায়ে এই কথা সেই দিন আর এক বার উচ্চারিত হইল। চুয়াত্তর বৎসর বয়সি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যাহা প্রতিষ্ঠিত নীতি হইবার কথা ছিল, ঘটনাচক্রে কিংবা বলা ভাল, রাজনীতিচক্রে তাহা এখন ক্ষণে ক্ষণে দেশদ্রোহ মামলার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং এই উচ্চারণ স্বস্তিদায়ক। টুলকিট হ্যান্ডলে তরুণী দিশা এমন কিছু বলে নাই কিংবা করে নাই, যাহাতে তাহাকে দেশের শত্রু হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। নীতিটি পরিষ্কার: সরকার এবং দেশ/রাষ্ট্র এক নহে। সরকার অপেক্ষা দেশ কিংবা রাষ্ট্র গুণগত ও পরিমাণগত ভাবে আলাদা: দ্বিতীয়টিতে বিরোধিতার পরিসর প্রভূত। নির্বাচিত সরকারকে তাই বিরোধী পরিসরটির প্রতি কেবল সহিষ্ণু হইতে হয় না, দেশ বা রাষ্ট্রের অপর কণ্ঠ হিসাবে তাহাকে মান্যতা ও মর্যাদা দিতে হয়। বর্তমান সরকার নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিষয়টি গুলাইয়া দিতেছে, এবং নিজের বিরুদ্ধে সব রকম প্রতিবাদকে দেশের বিরুদ্ধতা বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দ্রোহ হিসাবে প্রতিপন্ন করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। বাস্তবিক, গত কয়েক বৎসরে ভারতের সমাজ ও রাজনীতি জীবনে ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি।
মাননীয় বিচারক আরও একটি জরুরি কথা মনে করাইয়াছেন। প্রতিবাদ নাগরিকের অধিকার, এবং আন্তর্জাতিক শ্রোতৃমণ্ডলের প্রতি লক্ষ করিয়া কথা বলাও সেই অধিকারের অন্তর্গত। দেশের সরকার যদি কাহারও মতে কোনও 'খারাপ' কাজ করে, তবে কেহ বাড়িতে বসিয়া বন্ধুকে যেমন তাহা বলিতে পারেন, তেমনই সমাজমাধ্যমে তাহা আলোচনা করিতে পারেন দুইটিই তাঁহার বাক্‌স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে। দিল্লির কৃষক আন্দোলনকে ঘিরিয়া যে হিংসাত্মক পরিবেশ তৈরি হইয়াছে, দিশার বার্তা বিনিময়ের সহিত তাহার সামান্যতম সংযোগও পাওয়া যায় নাই: তবে কিসের ভিত্তিতে মেয়েটিকে গ্রেফতার করা হইয়াছিল?
লক্ষণীয় বিষয় হইল, অশিক্ষা, অসচেতনতা এবং রাজনৈতিক অসংবেদনশীলতার কারণে দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ মনে করিতেছেন, সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলাই অপরাধ, তাই ভারাভারা রাও হইতে দিশা রবি, জামিন পাইলেও, ইঁহারা সব সাক্ষাৎ অপরাধী। ইহা যদি প্রথম দুর্ভাগ্যের বিষয় হয়, দ্বিতীয় দুর্ভাগ্যটি চরিত্রে আরও মারাত্মক। দিশার জামিনের সংবাদে খুশি কিন্তু উদ্বিগ্ন এক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিবাদী তরুণ বলিয়াছেন, ইহার পর একটু 'বুঝিয়া-শুনিয়া' চলিতে হইবে। এইখানেই সমস্যা। কোনও 'অপরাধ' না করিয়াও অ্যান্টি-ন্যাশনাল বা দেশদ্রোহী হিসাবে, অর্থাৎ 'অপরাধী' হিসাবে, সমাজে পরিচিত হইবার এই সুকঠিন বাস্তব, কিংবা গ্রেফতার হইবার সম্ভাবনা, ইহা কি স্বাভাবিক ভাবেই বাক্‌স্বাধীনতা বিষয়টিকে পাল্টাইয়া দিতেছে না? আরও এক বার বিরোধিতা করিবার আগে দিশার মতো তরুণতরুণীরা কি ভাবিয়া দেখিবেন না যে কী ঘটিতে পারে ইহার ফলে? স্বাভাবিক আত্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা কি তাঁহারা করিবেন না? এই আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রবণতা অন্যায় নহে, বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু এইখানেই আসলে লুকাইয়া আছে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার চূড়ান্ত পরাজয়। নরেন্দ্র মোদীর কর্তৃত্ববাদী অসহিষ্ণু সরকার ভারতকে পাল্টাইয়া দিবে, এমন ভাবিবার দিন আর নাই। ভারত আসলে পাল্টাইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গণদেবতা দের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। কেননা জনগণের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে রাজনৈতিক দল। জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালন করাই সরকারের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত। অন্যথায় ভারতীয় গণতন্ত্র এবং সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস কমিয়া যাইবে।

ব্রাজিলে করোনা-প্রকোপ অব্যাহত, ১,৩৮৬ বেড়ে মৃত্যু ২.৫৪-লক্ষের বেশি

রিও ডি জেনেইরো, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না। বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ২.৫৪-লক্ষের বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে নতুন করে ১,৩৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ২২১-এ পৌঁছেছে। সংক্রমণও থামছে না ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে ৬১,৬০২ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে মহামারীর শুরু থেকে এযাবৎ ব্রাজিলে ১০,৫১৭,২৩২ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন।
সমগ্র বিশ্বের মধ্যে আমেরিকার পরই ব্রাজিলে সবচেয়ে বেশি মানুষের প্রাণ কেড়েছে করোনাভাইরাস। আমেরিকা ও ব্রাজিলের পরই মৃত্যুর নিরিখে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। করোনাকে হারাতে ব্রাজিলে দ্রুততার সঙ্গে চলছে টিকাকরণ। শুক্রবার পর্যন্ত ব্রাজিলে ৬.৪ মিলিয়নের বেশি মানুষ কোভিড-১৯ টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন। ১.৮ মিলিয়নের বেশি মানুষ টিকার দু"টি ডোজই নিয়েছেন।

ক্রিকেটার রিচা ঘোষের বাবার ওপর হামলা, পুলিশে অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য রিচা ঘোষের বাবার ওপর হামলার অভিযোগ। শনিবার গভীর রাতে এই ঘটনা ঘটে শিলিগুড়ির সুভাষপল্লি এলাকায়। ঘটনায় রবিবার পুলিশের দ্বারস্থ হন রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে রিচার বাড়িতে একটি অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানে কয়েকজন নিকট আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগ, রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ কয়েকজন মদ্যপ যুবক বাইক নিয়ে রিচার বাড়ির সামনে তাঁদের নিকট আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। বিষয়টি দেখতে পেয়ে রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ ঘটনার প্রতিবাদ করেন। অভিযোগ, সেই সময় মদ্যপ যুবকরা মানবেন্দ্রবাবুর ওপর চড়াও হয় এবং তাঁকে মারধর করে। ঘটনায় রিচার বাবার মুখে আঘাত লাগে। এরপরই স্থানীয়রা ছুটে এসে মানবেন্দ্রবাবুকে উদ্ধার করেন। অভিযোগ, ওই দুষ্কৃতীরা রিচার দিদির এক বান্ধবীর চারচাকা গাড়িতে ভাঙচুর চালায়। এমনকি, গাড়ির চাকা খুলে নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।
ঘটনার পর থেকেই পুরো পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। বিষয়টি নিয়ে মানবেন্দ্রবাবু রবিবার পুলিশের দ্বারস্থ হন। তিনি বলেন, 'পরিবারের জন্য চিন্তা হচ্ছে। পুলিশের উচিত পুরো ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করা।' গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আজ যা 'নিষিদ্ধ', কাল তা 'জরুরি' হতে পারে

প্রীতীশ নন্দী

কঠোর এবং রাগি বাপ-মায়েরা যেমন নিজেদের নির্ধারিত পথে সন্তানদের চালিত করেন এটা প্রমাণ করার জন্য যে, সন্তানদের সবচেয়ে ভাল কিসে হবে, সেটা একমাত্র তাঁরাই বুঝতে সক্ষম, রাষ্ট্রও কি তেকমনতর কিছু ? না কি, রাষ্ট্রর হওয়া উচিত দিলখোলা, সন্তাদের বুঝতে চাওয়া, বন্ধু হওয়া বাপ-মায়েদের মতো? যাঁরা সন্তানদের স্বাধীনতার স্বাদ পেতে সাহায্য করছেন, ইচ্ছেমতো বড় হতে দেবেন। সন্তানরা ভুল করলে মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন না। বরং সেই ফলভোগের মধ্য দিয়ে ঠেকে শেখার সুযোগ দেবেন। প্রতিটি রাষ্ট্রকেই এর কোনও একটি বেছে নিতে হয়। আর, আমরা, এই নাগরিকরা সেই বেছে নেওয়া পথেই চলতে বাধ্য হই। কারণ, আমরাই ভোট দিয়ে সেই প্রশাসনকে নিয়ে আসি। আমাদের অভিভাবকদের আমাদের জীবনের উফর কায়েম করতে দিই।
'ক্রিপ্টোকারেন্সি' বা ডিজিটাল মানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে পুনারায় মুক্ত চিন্তার পথ রোধ করার প্রশ্নটি উঠে এল। সাম্প্রতিক একটি সংবাদের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১ কোটি ভারতবাসী, ১০ হাজার কোটির ডিজিটাল অ্যাসেট ধারণ করছে। আর এই নিষিদ্ধ ঘোষণার মধ্য দিয়ে তাদের বিপুল ক্ষতি হতে চলেছে। কারণ, নিষিদ্ধ ঘোষণার পর থেকেই ক্রিপ্টোকারেন্সিব কালোবাজারি হতে শুরু করে দিয়েছে। ঠিক যেমনটা যে কোনও দ্রব্য বা বিষয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেই তা নিয়ে কালোবাজারি শুরু হয়ে যায়।
এই যেমন মধ্যপানীয়র ক্ষেত্রেই দেখুন না। যত নিষিদ্ধতার পরোয়ানা জারি হয়েছে, তত বেশি করে কালোবাজারি, পাচারকারী আর চোলাই-ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেড়েছে। আর তত বে-আইনি মদ খেয়ে মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়েছে। কিংবা লটারি, ক্যাসিনো, সাট্টার কথা ভাবা যাক। বা ক্রিকেট ঘিরে জুয়া। সবক'টা আইন-বিরুদ্ধ, অধিকাংশ রাজ্যেই নিষিদ্ধ। তদুপরি, ইন্টারনেট লটারির বন্যায় আমরা কি ভাসি না? ক্যাসিনো না হয় উপকূলবর্তী হয়েছে। কিন্তু ক্রিকেটের জুয়া? দেশজুড়ে আজ প্রায় ৪ লাখ কোটি টাকার বার্ষিখ প্রতিরক্ষা-খাতে ব্যয় ওয়া বাজেটের চেয়ে কিঞ্চিৎ কম।
মজার কথা হল, আজ যা নিষিদ্ধ হয়তো হিসাবে মান্যতা পেল। সরকার বদলায় যখন, ভাবনা -চিন্তার পদ্ধতিও বদলায়। ঠিক-ভুলের মাপকাঠি বদলে যায়। ২০০৯ সালে সাতোশি নাকামোতে ছদ্মনামে ধুরন্ধর জিনিয়াস এক ব্যক্তি ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল মানি-র প্রথম সূচক 'বিটকয়েন'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটান। তার পর থেকে ক্রমশ বিটকয়েন জনপ্রিয়তা পেতে আরম্ভ করে। খুব শীঘ্রই হয়তো এটা বিশ্বব্যাপী মান্য টাকা বা 'গ্লাবাল কারেন্সি' হিসাবে মান্যতা পাবে। এই তো, সম্প্রতি, এলন মাস্ক দেড় বিলিয়ন মার্কিন ডলারের লগ্নি করেছেন বিটকয়েন-এ এবং এই ঘোষণা অবধি করেছেন যে, 'টেসলা' গাড়ি বিক্রির ক্ষেত্রে শোরুমে বিটকয়েন অর্থ হিসাবে গ্রহণ করা হবে। বর্তমানে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির গাড়ির দাম ভারতীয় অর্থের মূল্যে ৩৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু কথা হল, বিটকয়েন যে ব্যক্তি ব্যবহার করে, সে কি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বানানো ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করবে আদৌ? কস্মিনকালেও না। কেন করবে। বিটকয়েন আবিষ্কারের উদ্দেশ্যটাই তো অন্য। তা হল, এই অর্থের বিনিময়ে কোনও তৃতীয় পক্ষ নেই। কোনও ব্যাঙ্ক নয়, প্রশাসনিক সাফাইদের ব্যাপার নেই। সরাসরি ক্রেতাও বিক্রেতার মধ্যেকার বিষয়। খুবই জটিল, কিন্তু এর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ, কোনও কৈফিয়ত দেওয়ার ব্যাপার নেই। বিটকয়েনের পুঁজি বিষয়ে আপনি কতখানি বিটকয়েন এককাট্টা করেছেন বা 'মাইনিং' করেছেন, কতখানি 'ব্লকচেন' আপনার ---এসব কেউ জানবে না। এই আড়ালটাই তো বিটকয়েনের প্রধান উদ্দেশ্য।
তেমনই মদ্য। রাষ্ট্রের আরেক শত্রু। নিষিদ্ধ, অথচ কর ও আবগারি দফতরে মধ্য থেকে আসা শুল্কের পরিমাণ বিঘত। ২০২০-তেই আদায় হয়েছে ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু এই আদায় তো আজও 'পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট', তাই নয় কি? বিহারের মান্য মুখ্যমন্ত্রী তো আবার গত হপ্তায় ঘোষণা করলেন, প্রশাসনিক নীতি অনুযায়ী মদ নিষিদ্ধ এবং যে কোনও সরকারি কর্মী বা চাকরিজীবী যদি মদ্যপান করতে গিয়ে ধরা পড়েন তবে তাঁর তৎক্ষণাৎ চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হবে। অনুরূপভাবে, গুটখাও পানমশলার নিষিদ্ধকরণ ও হাস্যকর। কারণ, এগুলি সবই খোলাবাজারে বেমালুম বিক্রি হচ্ছে। যেসব দোকান এই পানমশলা, গুটখা বিক্রি করে, তারা সিগারেট-বিড়ি ও বিক্র করে, যা কিনা আরেকটি নিষিদ্ধ বস্তু। তাহলে বুঝতে পারছেন।
সেন্সরশিপ-ও আলাদা কিছু নয়। কিন্তু, সৌভাগ্যের বিষয়, কোনও সেন্সরড বিষয় বা দৃশ্যই বেশিদিন আড়াল থাকে না। কোনও না কোনওভাবে আন্তর্জালে সে ঠিক ফুটে ওঠে। একটা সয় ছিল, যখন নিষিদ্ধ ঘোষণার চেয়েও ন্যক্কারজনক ছিল সেন্সরশিপ। 'জরুরি অবস্থ'-র দিনগুলোই ভাবুন না। খবরের কাগজ হেডলাইন ছাড়া, ফাঁকা পাতা নিয়ে বেরত। একের পর এক কার্টুন বাতিল হয়ে যেত। প্রশাসন বা রাষ্ট্রর সেন্স অফ হিউমার' বলে কিস্যু নেই। কার্টুনিস্টদের প্রায়ই গ্রেফতার করা হয়। মুনাওয়ার ফারুকি যেমন। তাঁকে গ্রেফতার করা হল এমন এখ জোক বলার অপরোধে, যা কিনা তিনি বলেনইনি। 'জরুরি অবস্থা'-র সময়, সেন্সর বোর্ড 'কিস্‌সা কুরসি কা' নামের একটি বি-গ্রেড মুভি থেকে ১৫ টা কাট করতে বলেছিল, ভাবুল খালি। কিন্তু তাতেও ইন্দিরা গান্ধী ক্ষান্ত হননি। শেষমেশ তিনি ছবির প্রিন্টটা তুলে নেন, এবং পুড়িয়ে ছাই করে তবে ক্ষান্ত হন। কিন্তু এটাকে বোকা সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। এত কিছু করে, শেষমেশ চলচ্চিত্রটি 'কাল্ট' স্ট্যাটাস পেয়ে যায়, এবং চলিচ্চত্রটির নির্মাতা অমৃত নাহাটা রীতিমতো হিরো হয়ে যান রাতারাতি। কাশ্মীর হোক বা দিল্লির সীমান্তে কৃষকদের আন্দোলন—সর্বত্র ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ও নজিরগুলো ভারতের মুকুটে কোনও পালক যোগ তো করেইনি, উলটে অকারণ-অহেতুক হাস্যাস্পদ ও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের কাছে। যদিও,রাষ্ট্রমন্ত্র বিষয়টাকে এভাবে দেখে না। দেখতে পারেও না। আসলে, কোনও গণতন্ত্র বা ফ্যাসিজমের ধুয়ো নয়, সবই ক্ষমতা প্রদর্শনের খেলা। আপনি যদি সুযোগ দেন রাষ্ট্রমন্ত্রকে আপনার উপর ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য, রাষ্ট্রযন্ত্র একটুও কুণ্ঠা না রেখে আপনার উপর চেপে বসবে। আপনার কিছু করারথাকে না, যতক্ষণ না আপনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে উঠছেন। ঠিক যেমনচা সন্তানরা আর সহ্য করতে না পেরে একসময় তাদের বদমেজাজি কড়া বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠে। এর কারণটা এটা নয় যে, বাপ-মায়েরা খারাপ মানু। কিন্তু আসল বিয় হল স্বাধীনতা। স্বাধীনতার তাড়না একটা সময়ে গিয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর এর ফল সংসারে ভাঙন । মানসিক পীড়ার বিপর্যস্ত অবস্থা।
কিন্তু সত্যি কথাটি হল, স্বাধীনতা কোনও বিষম বস্ত নয়। ভয়ংকর কিছু নয়। স্বাধীনতা আমাদের মুক্ত করে। স্বাধীনতা কখনও আমাদের মুক্ত করে। স্বাধীনতা কখনও আমাদের একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে দেয় না। স্বাধীনতা সেটাই যেখানে বাপ-মা আর সন্তা এক অপরকে ভালবাসা ও সম্মানের মধ্য দিয়ে একসঙ্গে থাকতে শেখে। স্বাধীনতা সেটাই ,যেখানে পরিবার প্রত্যেকটা ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্তের সময় পাশে দাঁড়ায়,, তারা ভুলটা ভাগ করে নেয় ,এবং একসঙ্গে জীবনটাকে চিনতে বুঝতে শেখে।
রাষ্ট্র ও তার নাগরিকের ক্ষেত্রেও বিষয়টা তেমনই। একে অপরের খামতি গ্রহণ করে তাদের বাঁচতে জানতে হবে। নিগ্রহ করে অবদমন করে কোনও লাভ হয় না। সেটা কোনও সমাধান নয়। নিষিদ্ধ করা আর সেন্সরশিপের কাজটাই কেবল কর্তব্য পালনের বিষয় নয়। মানুষকে ঠিক বুল শেখানোটা রাষ্ট্রে একমাত্র প্রশাসনিক কর্তব্য নয়।
বহু নি্‌দ্ধি বই আজ কালজয়ী ক্লাসিক কিংবদন্তি হিসাবে বিদিত। সলমন রুশদির 'স্যাটানিক ভারসেস' অবশ্যপাঠ্য একটি বই। বব গুচ্চোনে-র 'ক্যালিগুলা' একটি কালজয়ী সিনেমা। স্ট্যানলি কুব্রিক -এর 'ক্লকওয়ার্ক অরেঞ্জ' বিশ্বের সেরা দশটি চলচ্চিত্রের একটি। জেমন জয়েস-এর 'ইউলিসিস' সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। কেউ আনাইস নিন-এর 'দ্য উইন্টার অফ আর্টিফিস'-কে পর্নোগ্রাফি বলেদাগিয়ে দেয় না আজ আর। মারিজুয়ানার ব্যবহার বিশ্বজুড়ে ক্রমশ আইনত হয়ে উঠছে। নতুন প্রজন্ম ক্রমশ নতুন নতুন গুণ ও বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছে এবং আবিষ্কার করছে নিজেদের যেসব বিষয় আমাদের কালে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছিল।
গোটা দুনিয়া এই নিষিদ্ধতার ভেক থেকে বেরিয়ে আসছে। আমাদেরও বেরিয়ে আসার এটাই সময়।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

ভ্যাকসিনের দামের তফাত হবেই

নবকুমার বসু

বছরখানেক ধরে পৃথিবার যে কোনও আলোচনার সিংহভাগ জুড়ে ছিল করোনা ভাইরাস এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সম্প্রতি সেই আলোচনার কিঞ্চিৎ দিকবদল হয়েছে। করোনার চেয়েও বেশি করে এখন আলোচনার কেন্দ্রে এসে পড়ছে করোনার টিকা বা ভ্যাকসিন। নতুন বছরের গোড়া থেকেই তা শুরু হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু এবং তারপরও কোটি কোটি অসুস্থ এসবের পর বিপন্ন মানুষকে উদ্ধরের কোনও উপায় যদি হাতে এসে যায় অর্থাৎ আবিষ্কৃত হয় স্বাভাবিকভাবেই তা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠবে। আমরা এখন জেনে গিয়েছি পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশের গবেষণাগার থেকে উদ্ধারের উপায়।
আরও একটি কথা বলে রাখা ভাল। আকস্মিকভাবে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ফলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশকেই বহু কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। আয় বন্ধ অথচ এই বিপুল পরিমাণ ব্যয়ের দরুন অধিকাংশ দেশই অর্থনৈতিকভাবে বিপন্ন হচ্ছে। কিন্তু আমাদেরমনে রাখতে হবে ভ্যাকনি এসে গেলে তার জন্যও একটা বিশাল খরচের ধাক্কা আসসবে সব দেশের উপর। আবার কোনও কোনও দেশ তার থেকে লাভবানও হতে পারে। ভ্যাকসিন শুধু তৈরি করা তো নয় তাই নিয়ে বা দিয়ে ব্যবসা ও বেচাকেনাও হবে, যেহেতু করোনা ভ্যাকসিনই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রোডাক্ট বা কমোডিটি । সেকথা থাক এখন। ভ্যাকনি বিষয়টি সম্বন্ধে আগে একটু জেনে নেওয়া যাক।
ভ্যাকনি শব্দটি আদতে ইংরেজিতে ব্যবহৃত বহু লাতিন শব্দের মধ্যে একটি। ওই ভাষার গরু অর্থাৎ ইংরেজির কাউ বিশেষ্যের বিশেষণ হিসাবে লাতিন ভাষার ভ্যাকসিন শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে কেননা লাতিনরা গরুকে বলে ভ্যাক্কা ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড জেনার প্রথম গরুর বসন্তের গুটি (যাকে বাংলায় মসুরিও বলা হত) থেকে জীবাণুর সংগ্রহ করে মানুষের শরীরে প্রয়োগ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাঁরাই উদ্ভাবিত এক বিচিত্র চিকিৎসাপদ্ধতির নিরীক্ষা। যাকে বলা যেতে পারে বিষে বিষক্ষয়। এই পদ্ধতিতে সামান্য বিষ অর্থাৎ রোগ-জীবাণু শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে শরীরেরই স্বাভাবিক প্রতিরোধক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেমকে উত্তেজিত করে দেওয়া বা উস্কে দেওয়া যায়। তার ফলে যেটা হয় মানুষের ইমিউন সিস্টেম সেই বিশেষ রোগ -জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আগে থেকেই তৈরি থাকে এবং তাকে পর্যুদস্ত করে দেয়।
এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য এডওয়ার্ড জেনার অবশ্য নোবেল পুরস্কার পাননি কেননা তখন ও নোবেল পুরস্কার চালু হয়নি। কিন্তু ভাইরাস থেকে এই প্রতিষেধক শুরু হলেও কালক্রমে ব্যাকটিরিয়া, প্যারাসাইট, ফাঙ্গাস, সব ধরনের বিধ্বংসী রোগ -জীবাণুর ক্ষেত্রেই এমন প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্যানসার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তেমন সম্ভাবনা আছে কি না তা নিয়ে গবেণা এখনও শেস কথা বলেনি।
সাধাণভাবে এখন প্রতিষেধকেরই নাম হয়ে যায় 'ভ্যাকসিন'-আর একটি কথা। 'ভ্যাকসিন' শব্দটি এক সময় বিশেষণ বা লাতিন অ্যাডজেকটিভ হিাবে ব্যবহৃত হলেও (যেমন ক্যানাইন, ফিলাইন বোভাইন ইকুইন) এখন তা বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এর একটি বাংলা প্রতিশব্দও আছে যা এখন বিলুপ্তপ্রায়। শব্দটি হচেছ 'গোমসুর্যাধান' সন্ধি বিচ্ছেদ করলে, 'গো-মসুরি আধান।' 'আধান' শব্দের অর্থ আরোপন বা নিবেশন।
এবার করোনা প্রসঙ্গে কথা বলা যাক। আমরা জানি করোনা ভাইরাস আক্রমণের ব্যাপকতা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে কোথাও একটা অ-চিন রহ্য ক্রিয়াশসীল ছিল। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকায় তার সংকেতও অনুভূত হয়েছিল প্রবলভাবে। কেননা, 'প্রতিষেধক' বলে হাতে কিছু ছিল না তখন। সুতরাং চিকিৎসা করা হচ্ছিল যাকে বলে 'সাপোর্টিভ থেরাপি' দিয়ে। আর তখন থেকেই 'কোভিড ১৯' ভাইরাসের উপযুক্ত প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল বেশ কিছু দেশ। বলা বাহুল্য যে তার মধ্যে ইংল্যান্ড-জার্মানি বেলজিয়াম এবং এশিয়ার দিক থেকে দক্ষিণ কোরিয়া আর জাপান ছিল প্রধান। শেষ পর্যন্ত আমেরিকার 'ফাইজার' কোম্পানি বায়াটেক ল্যাবরেটারি এবং ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটির গবেষকরা অ্যাস্ট্রাজেনেকা কোম্পানির মাধ্যমে প্রথম এবং প্রায় একই সময়ে সফল প্রতিষেধক হিসাবে করোনা ভ্যাকসিন বের করে ফেলে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, 'ফাইজার' কোম্পানির তরফে এই ভ্যাকসিন আবিষ্কারের কৃতিত্ব জার্মানিতে বসবাসকারী এক দম্পতির এবং তাঁরা তুরস্কের মানুষ, তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও গবেষক। ভদ্রলোকের নাম উগার সাইন এবং মহিলার নাম ওজ্‌লেম টুরেসি। প্রবল খ্যাতিমান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে নিবেদিতপ্রাণ এই তুর্কি দম্পতি মার্কিন পৃষ্ঠাপোষকতায় জার্মানির এক প্রত্যন্ত শহরে থেকে নিভৃতে মানব সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করে চলেছে। বিগত দ বছর যাবৎ ক্যানারের ভ্যাকনি আবিষ্কারের জন্যও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোকের বয়স যথাক্রমে ৫২ এবং ৫৫। গত বছরের নভেম্বর মাসেই ফাইজার এবং অক্সফোর্ড দু' জায়গার ভ্যাসসিনকেই মানুষের উপর ব্যবহারের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা ছাড়পত্র দেয়। তার আগে অবশ্যই ট্রায়াল করা হয় কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবীর উপর। সর্বপ্রথম করোনাভ্যাকসিন চিকিৎসা হিসাবে ব্যবহৃত হয় ইংল্যান্ডে ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখ। যাঁকে দেওয়া হয় তার নাম মার্গারেট কিনান, বয়স ৯১। আমেরিকাতেই শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তখনও প্রেসিসডেন্টের ক্ষমতায় থাকা ডোনাল্ড ভ্যাকসিন ব্যবহারে। যা-ই হোক 'ফাইজার' এবং অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকার প্যাপাশি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আরও যেসবহ কোম্পানি নিজেদের পেটেন্ট অনুযায়ী ভ্যাকসিন বের করেছে তারা হল 'মডার্না', 'জনন অ্যান্ড জনসন' এবং 'নোভাম্যাক্স'। এগুলো সবই মার্কিন ওষুধ তথা ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারী সংস্থা হলেও আসলে এরা বহুজাতিক বা মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান। পৃথিবীর অনেক দেশেই এদের অফিস এবং ফ্যাক্টরি আছে। সম্প্রতিক খবর হচ্ছে পৃথিবার দুই-তৃতীয়াশ দেশ (১৭০টি কেন্দ্র তার মধ্যে) এই মূহূর্তে উপরোক্ত কোনও না কোন একটি বহুজাতিক সংস্থার পেটেন্ট অনুযায়ী করোনাভ্যাকসিটন তৈরি করছে। গড়পড়তা দাম পড়ছে পঁয়ত্রি থেকে এমনকী তিন ডলার পর্যন্ত (মডার্না পঁয়ত্রিশ অক্সফোর্ড তিন)। কিন্তু দামের এই বিপুল পার্থক্য তৈরি হয়েছে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে। যেমন আমেরিকায় যে ক্যাপসুলের দাম ১,৫০০ টাকা আমাদের দেশে তা ১৫০ টাকায় পাওয়া যায় (কোয়ালিটির কথা তুলছি না) পৃথিবীব্যাপী করোনাভ্যাকসিন এখন যে সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সামগ্রী এবং তা সসরকারি বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই তার আভা দিতেই দামের উল্লেখ করেছি।
আমাদের দেশের সেরাম ইনস্টিটিউট (পুণে) অক্সেফোর্ডের পেটেন্ট অনুযায়ী যে 'কোভ্যাকসিন' তৈরি বা উৎপাদন করছে বিপুল পরিমাণে তাহিদা আছে বিশ্বের নানা দেশে। স্বদেশে তো বটেই।
কোটি কোটি দেশবাসীর ক্ষেত্রে তা কতটা কার্যকর হবে কিংবা হবে না প্রয়োজনই বা কতখানি তা সময় বলবে। তবে দামের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই স্বদেশ বিদেশে তফাত হবে। (সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রগতিশীল আমরা বাঙালি সমাজ-এর নেতৃবৃন্দরা। ছবি- নিজস্ব।

৭০ আসনে জিতে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোট গঠন করবে সরকার, দাবি বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামার

গুয়াহাটি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনে ৭০টি আসনে জিতে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গঠন করবে, দাবি বিপিএফ-সভাপতি তথা প্রাক্তন বোডোল্যান্ড টেরিটরিয়াল কাউন্সিল (বিটিসি)-প্রধান হাগ্রামা মহিলারির। বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আজ রবিবার মহাজোটে শামিল হয়েছে হাগ্রামার বডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)। এদিকে বিপিএফ শরিক হওয়ায় মহাজোটের আরও শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে বলে দাবি করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা।

আজ বিকেলে আয়োজিত যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে হাগ্রামা বলেন, 'সরকার গঠন করতে আমাদের দরকার ৬৪টি আসন। তবুও আমাদের মহাজোট কমপক্ষে ৭০টি আসনে বিজয়ী হবে।' বলেন, প্রয়োজনের তুলনায় আমরা আরও বেশি আসনে জিতলেও বিষয়টি আমাদের ম্যানেজ করতে কষ্ট হবে। তবে আমি নিশ্চিত, আমরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করব।' তাঁর এই দাবি শুনে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা তাঁকে যখন মনে করিয়ে দিয়েছেন যে মহাজোট ইতিমধ্যে ১০১ আসনের লক্ষ্য ঘোষণা করেছে, তখন স্বভাবসিদ্ধভাবে মহিলারি বলেন, 'এ-সব বিজেপির সংলাপ (ডায়ালগ)। আমি তাদের বিরক্তিকর দাবির পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। অন্যদের মতো নয়। সরকার গঠনের জন্য আমাদের নির্দল প্রার্থীদের সমর্থন কিনতে হবে না। আমরা এবার অসমে সরকার গঠন করবই, নিশ্চিত। কারণ মানুষ স্বৈরচারী বিজেপির শাসন থেকে মুক্তি পেতে চান। রাজ্যে বেশিদিন দাদাগিরি চলতে দেওয়া যায় না।' বিপিএফ-প্রধান মহিলারি অসমের বহু দফতরের মন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে ছেড়ে কথা বলেননি। তিনি বলেন, 'সদ্যসমাপ্ত বিটিসি (অধুনা বিটিআর) নির্বাচনে ঘোড়া কেনাবেচায় মাতাল হয়ে উঠেছিলেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। বিটিসি নির্বাচনে ড় শর্মা যেভাবে ভোটকে প্রহসনে পরিণত করেছিলেন তাঁর মতো আমরা সরকার গঠন করব না। তিনি নির্বাচিত পার্ষদদের অপহরণ করে শিলং এবং গুয়াহাটির অভিজাত হোটেল লিলিতে বন্দি করে রেখে বিটিআর-এর পরিষদ গঠন করেছেন। গোটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে পদদলিত করেছেন হিমন্তবিশ্ব। এর ফলাফল আজ দৃশ্যমান। পরিষদ সদস্যরা এখন নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করেছেন।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা হাগ্রামা মহিলারির বিপিএফকে মহাজোটের শরিক করে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তাঁদের পুরনো জোটসঙ্গী মহিলারি নেতৃত্বাধীন আঞ্চলিক দল ফের মহাজোটের শরিক হওয়ায় তাঁদের শক্তি আরও বৃদ্ধি হবে। অসমের ভাগ্য এবার বদল হবে। অনেক শাখা নদী একত্রিত হয়ে একটি শক্তিশালী নদী তৈরি করেছে বলে মন্তব্য করে রিপুন বলেন, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোট এজিএম, এআইইউডিএফ, সিপিআই, সিপিআই (এম) এবং সিপিআই (এমএল)-এর পর এবার শক্তিশালী অংশীদার বিপিএফকে পেয়েছে।

রিপুন বরা বলেন, 'অসম বাঁচাও আহক' যাত্রা রাজ্য জুড়ে এত প্রভাব ফেলেছে যে আমাদের পুরনো বন্ধু বোডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্টও বুঝতে পেরেছে রাজ্যের রাজনৈতিক হাওয়া কোনদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা বিপিএফকে অংশীদার করতে পেরে গর্বিত। তাঁর দাবি, রাজ্যে ক্ষমতায় কংগ্রেস আসছে নিশ্চিত। আমরা রাজ্যকে বিকশিত করতে মজবুত স্বচ্ছ প্রশাসন দেব। উন্নয়নের লক্ষ্য দ্রুততর করব। আগামী ২২ মে ভোটের ফলাফল আমাদের পক্ষে যাবে এবং অসমে সরকার গঠন আমরাই করব।'

ব্রিগেডে ভিড় দেখে উল্লসিত নেতৃত্ব

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : শুরু হয়েছে বাম কংগ্রেস আইএসএফ জোটের ব্রিগেড সমাবেশ। সমাবেশে ভিড় দেখে খুশি বাম নেতারা। এবারের ব্রিগেডে তেমন নামভারী কোনও বক্তা নেই। অসুস্থতার কারণে নেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তা সত্ত্বেও ব্রিগেড ঘিরে বাম কর্মী-সমর্থকদের উন্মাদনা চোখে পড়ার মত। গতরাত থেকেই 'টুম্পা'-কে নিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্রিগেডে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, এই প্রথম কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিগেডের সমাবেশ করছে বামেরা। জোটের জট পুরোপুরি না কাটলেও একইমঞ্চে হাজির আছেন ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের নেতৃত্ব। সেখান থেকেই বিধানসভা ভোটের আগে 'শক্তি' হিসেবে নিজেদের যাচাই করে নিতে চাইছে বাম এবং কংগ্রেস।

এদিনের সমাবেশে ভিড় দেখে বিমান বসু বলেন, যাঁরা দূরবীন দিয়ে আমাদের দেখার কথা বলেন, তাঁরা দেখুন কত লোক হয়েছে। এমন সমাবেশ কখনও দেখেনি ব্রিগেড। তৃণমূল ও বিজেপি একদিকে। অন্যদিকে আমরা সবাই।

ব্রিগেডের জমায়েতে আপ্লুত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী । বক্তব্যের শুরুতেই বললেন, "এত বড় সভায় বক্তব্য রাখার সুযোগ জীবনে এই প্রথম।" শাসকদলকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বললেন, "একুশে পরিবর্তন হবেই।"

এদিন ব্রিগেডে আমজনতার ভিড় এবং এই রাজনৈতিক মেলবন্ধনকে 'ঐতিহাসিক' বলে উল্লেখ করেছেন বাম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি। তাঁর কথায়, "এবারের ব্রিগেড সবদিক থেকেই ঐতিহাসিক। এই ভিড় বুঝিয়ে দিচ্ছে এ রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন চাইছে।

ব্রিগেডের ভিড় বামেদের পাশাপাশি স্বস্তি দিয়েছে তৃণমূলকেও।কারণ বাম ভোট বামের ঝুলিতে ফিরলে লাভের কড়ি ঘরে তুলতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল।

এদিনের সমাবেশে উপস্থিত রয়েছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, সূর্যকান্ত মিশ্র, বিমান বসু, কংগ্রেসের অধীর চৌধুরি, ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল, কংগ্রেসের নেতা জিতিন প্রসাদ, আইএসএফের নেতা আববাস সিদ্দিকি। সহ বাম শরিকদলের যাবতীয় নেতৃত্ব। তারকাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাদশা মৈত্র, সব্যসাচী চক্রবর্তী, শ্রীলেখা মিত্র, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ।তবে ব্রিগেডে ছিলেননা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

এবার লড়াই হবে বুথে বুথে : মহম্মদ সেলিম

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এবার লড়াই হবে বুথে বুথে। বুথে অনেক ভূত-পেত্নি আছে। আমরা ভয় পাব না, ভূত তাড়াতে হবে। সঙ্গে বিমান-অধীর-আব্বাস আছে, আমাদেরই হবে জয়"। রবিবারের ব্রিগেডের সমাবেশে একেবারেই শেষলগ্নে ভাষণ দিতে উঠে একথা বলেন সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম। ভোটের ময়দানে বাকযুদ্ধ চরমে। রাজ্যে জুড়ে প্রচারে ঝড় তুলেছে তৃণমূল ও বিজেপি। এবার পাল্টা আসরে বামেরাও। সঙ্গী কংগ্রেস ও ভাইজান। এদিন ব্রিগেডের সমাবেশে একেবারেই শেষলগ্নে ভাষণ দিতে ওঠেন সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম। নিজের ভাষণে তিনি বলেন, "দিদি-মোদীর খেলা এক বছর ধরে দেখছি। কেউ কেউ বলছে খেলা হবে। এবার ওদের মাঠ থেকে সরাতে হবে।বাংলায় দিদির সরকার লুট করছে। দিল্লিতে মোদীর সরকার লুট করছে। লুঠেরা কখনও লুটেরাকে ধরে না। বাংলায় এখন সবকিছুতেই কাটমানি-তোলাবাজি। যে চিটফান্ডের টাকা চুরি করেছিল, সে ঝপাং করে বিজেপিতে চলে গিয়েছে। তাতে সাধারণ মানুষের টাকা ফেরত আসবে না"। সেলিমের হুঁশিয়ারি, "শান্তিনিকেতন" নিলাম করে গরিব মানুষের টাকা ফেরত দেওয়া হবে"।

বাংলায় শিল্প নিয়ে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ান সেলিম। তাঁর কথায়, "বাংলায় এত বছরে কোনও বিনিয়োগ হয়নি। শুধু নীল-সাদা রঙ করলেই উন্নয়ন না, এটা দিদিকে বুঝে নিতে হবে। মইদুলকে মেরে পার পাবে না। আমরা আক্রান্তের পাশে আছি"। বার্তা খুবই স্পষ্ট, "লড়াই শুধু ব্রিগেডে হবে না। এবার লড়াই হবে বুথে বুথে। বুথে অনেক ভূত-পেত্নি আছে। আমরা ভয় পাব না, ভূত তাড়াতে হবে। সঙ্গে বিমান-অধীর-আব্বাস আছে, আমাদেরই হবে জয়"।

এদিনের সভা থেকে তিনি আক্রমণ করেন রাজ্যের এসএসসি ও পিএসসি নিয়োগ নিয়েও। তিনি বলেন, বেকার ছেলেমেয়েদের থেকে শিক্ষক করবে বলে টাকা নিয়েছে, ওই শিক্ষামন্ত্রী পার পাবে না। আর তাঁর দালালরাও পার পাবেন না। গ্রামেগঞ্জে হিসাব রাখুন, কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে টাকা ফেরত নেব। বছর এসএসসি নিয়োগ হবে, প্রাইমারি নিয়োগ হবে। পিএসসি নিয়োগে দুর্নীতি হবে না। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা হবে। যত শূন্যপদ আছে, সব পূরণ হবে। মহম্মদ সেলিম আরও বলেন, কেউ কেউ বললেন, খেলা হবে। আর মোদীজি তো পুরো স্টেডিয়ামটাই দখল করে নিলেন। যিনি বলেছিলেন যে লাল ঝাণ্ডা শেষ হয়ে যাবে, তাঁরা এখন তৃণমূলের পতাকা ন্যাতা করে অমিত শাহের জুতো পালিশ করছেন।

"দরকার হলে রক্ত দিয়েও মাতৃভূমিকে স্বাধীন করব": আব্বাস

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের ব্রিগেড। রবিবার বাম কংগ্রেস ও আইএসএফ 'সংযুক্ত মোর্চা' যৌথ ব্রিগেডে ব্রিগেডে উপস্থিত হয়েছিলেন আইএসএফের আব্বাস সিদ্দিকী। ব্রিগেড থেকে আব্বাস সিদ্দিকী বলেন, "আগামী দিন বিজেপি ও বিজেপির বি-টিম মমতার দলকে উৎখাত করব। আগামী নির্বাচনে মমতাকে শূন্য করে ছাড়ব। দরকার হলে রক্ত দিয়েও মাতৃভূমিকে স্বাধীন করব।যেখানেই বামেরা প্রার্থী দেবে, সেখানেই রক্ত দিয়ে জেতাব। যদি এই সমঝোতা আরও এক সপ্তাহ আগে হত, তাহলে দ্বিগুণ মানুষের জমায়েত করতাম "।

রাজ্য সরকারের তুমুল সমালোচনা করে আববাস বলেন, 'আজকে বাংলার স্বাধীনতা কেড়েছে এই মমতা। নারীদের অধিকার কেড়েছে এই মমতা। একটা রেপের জন্য ২ লক্ষ টাকা মূল্য ধারণ করেছে এই মমতা। সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত নয় এমন মাদ্রাসার শিক্ষকরা, টেটের শিক্ষকরা, পার্শ শিক্ষকরা, সিভিক ভলান্টিয়াররা, পুলিশ কর্মীরা মমতার আমলে বিপদে রয়েছে। এর দাদাগিরিতে কেউ কথা বলতে পারে না। একমাত্র এই বাঘের বাচ্চাটা কথা বলে। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম, ২০২১-এ মমতাকে জিরো করে আমরা দেখিয়ে দেবো। সঙ্গে বিজেপি নামক কালো হাতটাকে ভেঙে দেশ থেকে নিখোঁজ করে দিতে হবে।

আববাসের অভিযোগ, 'বাংলার মানুষ মমতার ওপরে ক্ষিপ্ত। এদের দুর্নীতিতে বাংলার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে। বাংলার মানুষকে এতদিন প্রশাসন দেখিয়ে রুখে রেখেছিল। কিন্তু এখন আর ভয় পাওয়ার ব্যাপার নেই, কারণ দিদিমণির হাত থেকে প্রশাসন চলে গিয়েছে নির্বাচন কমিশনের হাতে। আর এক মাস পর বাংলা দিদির হাত থেকে চলে যাচ্ছে। আমরা বাংলা দখল করবো। আমরা গণতন্ত্র বাঁচাবো, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান দেবো, প্রত্যেকের পেটে ভাতের জোগান দেবো, শিল্প তৈরি করবো'।

এর পরই কংগ্রেস সম্পর্কে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন তিনি। বলেন, 'আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগতে পারে যে আপনি বললেন যেখানে যেখানে বাম শরিক দাঁড়াবে সেখানে সেখানে ভোট দেবেন, কংগ্রেসের নাম বললেন না কেন? একটা কথা স্পষ্ট করতে চাই, ভাগিদারি করতে এসেছি, কারও তোষণ করতে আমি আসিনি। পিছিয়ে পড়া মানুষের হক বুঝে নিতে হবে। যদি কেউ মনে করে বন্ধুত্বের হাত বাড়ানো দরকার, দরজা খোলা রয়েছে। আগামী দিনে তাদের হয়েও আববাস সিদ্দিকি লড়াই করবে, কথা দিয়ে গেলাম।

সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর কটাক্ষ, 'আজ সব থেকে বেশি আফশোস করছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ওর ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে'। ৩০ আসন ছাড়ার জন্য বিমান বসুকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। বক্তব্য শেষে 'আমরা ভারতীয়, আমরা গর্বিত, ভিক্ষা নয়, অধিকার চাই' স্লোগান তোলেন আব্বাস।

ভোটের আগে রবিবাসরীয় কলকাতায় রুটমার্চ আধা সেনার

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রাজ্যে বেজে গেছে ভোটের দামামা। কলকাতায় ভোট গ্রহণ হবে একেবারে শেষ দফায়। তবে ভোটের প্রায় দুমাস আগেই রবিবাসরীয় সকালে কলকাতায় রুটমার্চ করল আধা সেনা। রবিবার সকালে আনন্দপুর ও তার আশপাশের বেশ কিছু এলাকায় রুটমার্চ করতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। সঙ্গে ছিল পুলিশও।

ভোটের দিন ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। তার আগে থেকেই রাজ্যে আসতে শুরু করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। এবার কলকাতাতেও পা দিল আধা সেনা। শনিবার রাতেই কলকাতায় নেমেছে ৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। রবিবার সকাল থেকেই রুটমার্চ শুরু করেছে তারা ।এদিন সকালে আনন্দপুর ও তার আশপাশের বেশ কিছু এলাকায় রুটমার্চ করতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। সঙ্গে ছিল পুলিশও। সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় তাদের। এলাকার অবস্থা খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। কোনও সমস্যা রয়েছে কিনা সে বিষয়েও খোঁজ খবর নেন।

উল্লেখ্য, আগামী ২৭ মার্চ থেকে রাজ্যে শুরু বিধানসভা ভোট। মোট ৮ দফায় ২৯৪ টি আসনে হবে ভোটগ্রহণ। তার মধ্যে কলকাতায় একবারে শেষ দফা অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ। এবার রাজ্যে ১২৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে আসার কথা। আপাতত ১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে রাজ্যে। প্রথমে বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় তারা রুটমার্চ করেছিল। তারপরে উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত, বনগাঁ, বসিরহাট প্রভৃতি এলাকায় রুটমার্চ করতে দেখা যায় তাদের। এবার কলকাতাতেও রুটমার্চ শুরু করল তারা। ভোটের দু'মাস আগে থেকেই বিভিন্ন এলাকা খতিয়ে দেখে নিতে চাইছে তারা। সেই প্রস্তুতিই শুরু হয়েছে আজ থেকে।

বিগ্রেডে একবারও বন্দেমাতরম উচ্চারিত হল না : শমীক

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নির্বাচনের আগে রবিবার ব্রিগেড সমাবেশ করল বাম, কংগ্রেস ও আইএসএফ 'সংযুক্ত মোর্চা'। আর তারপরেই বামেদের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে বিগ্রেডে একবারও বন্দেমাতরম উচ্চারিত হল না বলে মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য।

এই প্রসঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, "সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িকতার কাছে আত্মসমর্পণ। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সিদ্ধান্ত নেবেন। বিজেপি সাম্প্রদায়িক আর ভাইজানের রাজনীতি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি! কোন ধর্মনিরপেক্ষতার স্লোগানগুলো আজ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড দেখল? আমরা বক্তাদের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর নাম শুনলাম, বিপিন চন্দ্র পালের নাম শুনলাম। ১০ হাজার কংগ্রেস কর্মী খুন হওয়ার দাবি করা নেতাদের মুখেও ইনকিলাব জিন্দাবাদ শুনলাম। কিন্তু এতবড় ব্রিগেডে একবারও বন্দেমাতরম শব্দ উচ্চারিত হল না। সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িকতার কাছে, ভাইজানের কাছে, মহম্মদ সেলিমের কাছে, তাদের এই নতুন বিন্যাসের কাছে আত্মসমর্পণ করল শতাব্দীপ্রাচীন কংগ্রেস। আর দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির কথা বলেছেন, যাঁরা জয় শ্রীরামের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেয়েছেন, তাঁরা আজ আত্মসমর্পণ করলেন তাদের কাছে। কী হবে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ? পশ্চিমবঙ্গকে এঁরা কোন দিকে নিয়ে যেতে চাইছেন, সেটা সময়ই বলে দেবে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সিদ্ধান্ত নেবেন"।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শিবরাজ সিং চৌহান

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আর মাত্র কয়েকদিন পরেই একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যেই নির্বাচন নিয়ে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে রাজ্য জুড়ে। তারই মাঝে রবিবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শিবরাজ সিং চৌহান। ইতিমধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।

রবিবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সস্ত্রীক পুজো দিতে এলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। পুজো দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন "দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসে মা কে দর্শন করে আমি গর্বিত। পশ্চিমবঙ্গে হিংসা আর দাঙ্গার রাজনীতি চলছে। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা মার খাচ্ছে। ১৩০ জন বিজেপির কার্যকর্তা মৃত্যু হয়েছে। এদের বলিদান ব্যর্থ হবে না। এই পবিত্র মাটিতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জন্মেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পীঠস্থান। আর এখানেই জয় শ্রীরাম বললে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষিপ্ত হয়ে যান। পশ্চিমবঙ্গকে শেষ করে দিয়েছেন তিনি। কাটমানির যে খেলা পশ্চিমবঙ্গে চলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময় বলেন কেন্দ্র পয়সা দেয় না। এই তুষ্টিকরন নীতি মানুষ সমর্থন করবে না। সরস্বতী পুজোর বিরোধ করেন। যতই মারপিট করুক পরিবর্তন হবেই"।

ফরম ৪, রুল ৮

জাগরণ প্রকাশনা সংক্রান্ত ঘোষণা

প্রকাশনার স্থান ঃ	লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি লেইন, আগরতলা, ত্রিপুরা।
প্রকাশনার সময় ঃ	প্রভাতি দৈনিক।
প্রকাশকের নাম ঃ	পরিতোষ বিশ্বাস, জাগরণ ভবন, এল এন বাড়ি লেইন, আগরতলা, ত্রিপুরা।
নাগরিকত্ব ঃ	ভারতীয়।
সম্পাদকের নাম ঃ	পরিতোষ বিশ্বাস, জাগরণ ভবন, এল এন বাড়ি লেইন, আগরতলা, ত্রিপুরা।
মুদ্রকের নাম ঃ	পরিতোষ বিশ্বাস, জাগরণ ভবন, এল এন বাড়ি লেইন, আগরতলা, ত্রিপুরা।
সত্বাধিকারীর নাম ঃ	পরিতোষ বিশ্বাস, জাগরণ ভবন, এলএনবাড়ি লেইন, আগরতলা, ত্রিপুরা।

আমি পরিতোষ বিশ্বাস এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ, আগরতলা
২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

স্বাঃ পরিতোষ বিশ্বাস

ব্রিগেডে ম্রিয়মান কংগ্রেস সমর্থক, তাল কাটলেন অধীর

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : 'সংযুক্ত মোর্চা'-র প্রথম সমাবেশে উপচে পড়ল ব্রিগেড। বিশেষত মাঠের চতুর্দিকে লালে-লাল দেখা গেল। ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের সমর্থকও কম ছিল না।তবে কিছুটা ম্রিয়মান থাকলেন কংগ্রেস সমর্থকরা। তাল কাটল উচ্ছ্বাসে ভরা সভায়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর ভাষণের সময় আববাস মঞ্চে উঠতেই বক্তৃতা থামিয়ে চলে যাচ্ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। শেষপর্যন্ত তাঁকে থামান বিমান বসু।

স্মরণকালের মধ্যে ব্রিগেডের এই চেহারা আগে কখনও দেখা যায়নি। রাজ্যের সব রাজপথ এসে মিশেছিল ব্রিগেডে। লাল ঝান্ডাধারী সমর্থকদের পাশাপাশি হাজার হাজার আইএসএফ সমর্থকদেরও ভিড় রবিবাসরীয় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। ব্যক্তি বিশেষের পরিচয় এখানে গুরুত্বহীন। কারণ, পীরজাদার সমর্থকরা যে মৌমাছির চাকের মত সংঘবদ্ধ, তা আজ স্পষ্ট হয়ে গেল। মঞ্চে তখন বক্তৃতা দিচ্ছেন অধীর চৌধুরী। এরকমই এক মুহূর্তে মঞ্চে ওঠেন পীরজাদা আববাস সিদ্দিকি । তাঁকে দেখামাত্রই 'ভাইজান, ভাইজান' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে যাওয়ার মতো অবস্থা। আর সেই গগনভেদী শব্দে ক্ষেপে গিয়ে বক্তৃতা থামিয়ে প্রায় মঞ্চ ছেড়েই দিচ্ছিলেন পোড় খাওয়া রাজনীতিক অধীর চৌধুরী। অবশেষে সেই আগুনে জল দিলেন বামফ্রন্ট নেতা বিমান বসু। শেষপর্যন্ত বিমান বসু, মহম্মদ সেলিমরা বোঝাতে আবারও ভাষণ দিতে শুরু করেন। আপাতভাবে তা মিটে গেলেও এই ঝাঁজালো আক্রমণ যে হজম করতে পারেননি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, তা গোপন রইল না। তিনি ব্রিগেডের সভা শেষ হওয়ার আগেই ময়দান ছাড়েন। সব মিলিয়ে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, আইএসএফ কাঁটায় বিদ্ধ কংগ্রেস। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হলেও এখন পর্যন্ত 'নিরপেক্ষ' আববাসের সঙ্গে আসনরফা নিয়ে বিবাদ মেটেনি কংগ্রেসের। অধীরের মত কংগ্রেসের প্রতি কোনওরকম উষ্ণতা দেখাননি আববাস। তার জেরে 'সংযুক্ত' মোর্চার প্রথম সমাবেশেই ফাটলের ছবিটা প্রকট হয়ে উঠল।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বিদেশি ফল স্টার আপেল

স্টার আপেল গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফল। এটি মূলত সফেদা গোত্রের একটি সুস্বাদু ফল। দুর্লভ গাছসমূহের মধ্যে একটি হল স্টার আপেল। এর কয়েকটি গাছ রয়েছে কৃষি অনুষদের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সামনে। গাছগুলো বেশ বড়। সবুজ আপেলের মতো ফল ধরে। ফলগুলো পাকলে হাল্কা বেগুনী রং ধারণ করে। ফলের ভেতরে মাঝে সাদা এবং চারপাশে উজ্জ্বল বেগুনী রং বিদ্যমান। ফলের ভেতরে চারটি বিচি থাকে, দেখতে গাবের বিচির মতো, তবে আকারে অনেক ছোট। ফলটি মিষ্টি স্বাদযুক্ত এবং খেতে বেশ সুস্বাদু। ফলের স্বাদ সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। কখনো গাব কিংবা সফেদার স্বাদের মতো মনে হয়। স্পেনে এটাকে কাইমিটা বা এস্টেরেলা, ওয়েস্ট ইন্ডিজে পোম সুরেট, বারবাডোজে স্টার পাম, কলম্বিয়াতে কাইমো, আর্জেন্টিনাতে আগুয়ে বা অলিভোয়া, চিন বা সিঙ্গাপুরে এটাকে চিকল ডুরিয়ান বলা হয়। তবে এর ভেতরের বীজগুলো ও পাল্প স্টারের মতো থাকায় সাধারণভাবে এটাকে স্টার আপেল বলা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে স্টার আপেল সেন্ট্রাল আমেরিকার ফল বলা হলেও এ নিয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে এর উৎপত্তি মেক্সিকো ও পানামা অথবা ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গুয়াতেমালা, উত্তর আর্জেন্টিনা, পেরু, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, বারমুদা, হাইতি, যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা ও হাওয়াই প্রভৃতি অঞ্চলে বর্তমানে স্টার আপেল চাষ হয়।

স্টার আপেল গাছ বৃহৎ আকারের শোভাময়ী বৃক্ষ। উচ্চতা সাধারণত ৮-৩০ মিটার, বাদামি রোমশ এবং শাখা কাটলে সাদা কষ বের হয়। পাতা দোরঙা। অর্থাৎ ওপরের পিঠ গাঢ় সবুজ ও নিচের পিঠ মেরুন বাদামি। পাতা কিছুটা ডিম্বকার, বর্শার ফলার মতো। এই গাঢ় সবুজ চর্মবৎ পাতার নিচের দিক খয়েরি রংয়ের সূক্ষ্ম রোমযুক্ত। পাতা ৫-১০ সেমি, লম্বা ও ৪-১০ সেমি. চওড়া হয়ে থাকে। পত্র কক্ষে ছোট গুচ্ছে সবুজাভ হলুদ বর্ণের ফুল উৎপন্ন হয় যাতে পাঁচটি দল থাকে।

ফল গোলাকার কখনো সামান্য লম্বাটে, ৫-১০ সেমি. লম্বা এবং ৫-১০ সেমি. ব্যাসযুক্ত সবুজ থেকে বেগুনী বর্ণের হয়ে থাকে। ফলের ভেতরে নরম জিলেটিনযুক্ত সাদা মিষ্টি স্বাদযুক্ত পরস্পর সংযুক্ত ৬-১১টি কোষ থাকে - যা কেন্দ্রীয় অক্ষের চতুর্দিকে ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে। আড়াআড়ি কাটলে এটা স্টার বা তারার মতো দেখায়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্টার আপেল বীজ থেকে উৎপন্ন চারা ব্যবহার করা হয়। এর বীজে বেশ কয়েক মাস অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা থাকে এবং রোপণের পর দ্রুত (৭-১০ দিন) চারা গজায়। গুটি কলমে ৪-৭ মাসে শিকড় আসে। একই জাতের গাছের বীজ থেকে উৎপাদিত চারার ওপর বাডিং বা গ্রাফটিংয়ের মাধ্যমে ও বংশবিস্তার করা যায়। বাডিং বা গ্রাফটিংয়ের চারা লাগানোর ১-২ বছর পরই গাছে ফল ধরতে শুরু করে অপরদিকে চারা থেকে রোপিত গাছ ৫ থেকে ১০ বছর পর ফল ধরে। স্টার আপেলের বীজ ও খোসা বাদে ভেতরের মাংসল অংশ খাওয়া যায়। পাকা ফলের মাঝ বরাবর ছুরি দিয়ে কেটে চামচ দিয়ে ভেতরের অংশ তুলে খেতে এটা খুবই সুস্বাদু। এর নরম শাঁস থেকে বীজ আলাদা করে ডেজার্ট হিসেবে ও সালাদের সঙ্গে খাওয়া যায়। জ্যামাইকাতে এটাকে বিবাহ উৎসবে খাওয়া হয়। অনেক সময় স্ট্রবেরি ও ক্রিম সহযোগেও স্টার আপেল খাওয়া হয়।

সজিনা এখন অপ্রধান সবজিগুলোর মধ্যে অন্যতম

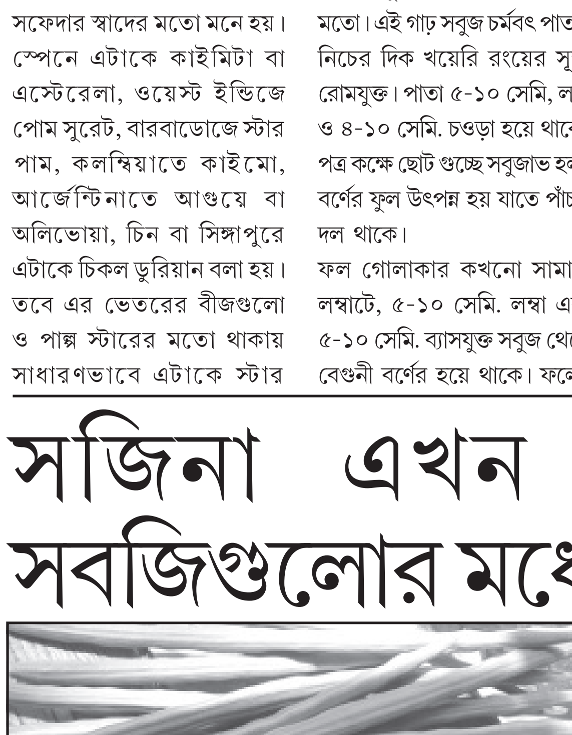

সজিনা অপ্রধান সবজিগুলোর মধ্যে অন্যতম। সজিনা অত্যন্ত উপকারী ও পুষ্টিকর সবজি। সমগ্র গীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে দ্রুত বর্ধনশীল সজিনা গাছ মানুষের খাদ্য, পশুর খাদ্য, ঔষুধ, রঙ ও পানিশোধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা খুব সহজেই বসতবাড়ির আঙ্গিনায় এবং রাস্তার পাশ জন্মানো যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া সজিনা চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এদেশে প্রধানত তিন ধরনের সজিনা পাওয়া যায়। শ্বেত সজিনা, রক্ত সজিনা ও নীল সজিনা নামে পরিচিত। তবে এদেশের মানুষের কাছ-কে সজিনা ও কে লাজনা বলে পরিচিত। সজিনার আদি নিবাস ভারতের পশ্চিমাঞ্চল ও পাকিস্তান। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এটি হেজ হিসেবে এবং বসতবাড়িতে সবজি হিসাবে ব্যবহারর জন্য রোপণ করা হয়। সজিনা মাঝারি আকৃতির পত্রঝরা বৃক্ষ, ৭-১০ মিটার উঁচু হয়। এর বাকল ও কাঠ নরম। যৌগিত পত্রের পত্রাক্ষ ৪০-৪৫ সেমি. লম্বা হয়, এতে ৬-৯ জোড়া ১-২ সেমি. লম্বা বিপরীতমুখি ডিম্বাকৃতি পত্রক থাকে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস সজিনা গাছে ফুল আসে। মুকুলের ডাঁটাগুলো বিস্তৃত, গুচ্ছবৃদ্ধ ও ৫-৮ সেমি. লম্বা। মিষ্টি গন্ধে সবুজ আভাযুক্ত সাদা ফুল ২ ৩ সেমি. ব্যাসের হয়। লম্বা সবুজ বা ধূসর বর্ণের সজিনা ফল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এক একটি ফল ৯টি শিরাযুক্ত ২২-৫০ সেমি. বা কখনো কখনো এর বেশি লম্বা হয়। সজিনা ও লাজনা এই দুই প্রকারই এদেশে চাষ করা হয়। তবে কৃষ্ণ সজিনা বনৌষধি হিসেবে খুব বেশি উপকারী কিন্তু এটি খুব বিরল। সজিনা অপুষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গবেষণায় দেখা যায় যে, সজিনা ও লাজনা এদেশের লবণাক্ত এলাকা ছাড়া পাহাড়ি এলাকাসহ সারা বাংলাদেশেই অতি সহজেই জন্মানো সম্ভব। পুষ্টিমূল্য ও ব্যবহার। সজিনা গাছের বিভিন্ন অংশ ঔষুধ, সুগন্ধি, তেল লুব্রিক্যান্ট হিসেবে এবং কসমেটিকস শিল্পে এর ব্যবহার সর্বজনস্বীকৃত। তবে সজিনার কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাতা, ফুল ও ফল তরকারী ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গাছের ছাল থেকে দড়ি তৈরি করা যায়। ঔষুধি বৃক্ষ হিসেবে সজিনা যথেষ্ট মূল্যবান। সজিনার পাতা ও ফলে প্রচুর পরিমাণে বিটা-ক্যারোটিন, প্রোটিন, বিটামিন-সি ও আয়রন থাকে। এছাড়াও সজিনা গাছর বিভিন্ন অংশ থেকে এন্টিসেপটিক বাতজ্বরের চিকিৎসা ও সাপের কামড়ের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বীজচূর্ণ ব্যাকটেরিয়াজনিত চর্মরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। সজিনার মূলের বাকল বায়ুনাশক, হজম বৃদ্ধিকারক, স্নায়ুবিক দুর্বলতা ডাঁটার ব্যথা, হিষ্টিরিয়া, হৃৎপিন্ড ও রক্তচলাচলের শক্তি বর্ধক হিসেবে কাজ করে। সজিনা ডাঁটার নির্যাস যকৃত ও প্লীহার অসুখে, ধনুষ্টংকার ও প্যারালাইসিস, কৃমিনাসক, জ্বরনাশক হিসেবে কাজ করে। সজিনা ডাটা ও ফুল ভাজা বা তরকারী করে খেলে জল ও গুটি এ দু'ধরনের বসন্তে আক্রান্ত হবার আশংকা থাকে না। সজিনা ডাটাতে সোডিয়াম ক্লোরাইড নেই বললেই চলে। কাজেই এতে ব্লাডপ্রেসার নিয়ন্ত্রিত থাকে। সজিনা ডাটায় ডায়েটরী ফাইবার থাকার করাণে নিয়মিত সজিনা ডাটা খেয়ে ব্লাডসুগার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সজিনা ডাটা রক্ত শূন্যতায়ও কাজ করে।

মাইগ্রেনের ব্যাথা কমানোর চারটি উপায়

মাথাব্যথা খুবই সাধারণ উপসর্গ। তবে কোন মাথাব্যথা মাইগ্রেনের তা বুঝতে রোগীর অনেকটা সময় লেগে যায়। মাইগ্রেনের ব্যথা পুরোপুরি নিরাময় হয় না। তবে কিছু বিষয় মেনে চললে এই ব্যথা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

মাইগ্রেনের উপসর্গ ঃ মাইগ্রেনের সমস্যা হলে মাথার ভেতরে ব্যথা হয়। এই ব্যথা সাধারণত মাথার একদিকে হয়, ডান অথবা বাঁ। তবে অনেক সময় মাথার দুদিকেই ব্যথা হতে পারে ও বমি ভাব থাকতে পারে।

কাদের বেশি হয় ঃ পুরুষদের তুলনায় নারীদের মাইগ্রেনের সমস্যা বেশি দেখা যায়। নারীদের শরীরে ইস্ট্রেজেন হরমোনের কারণেই মাইগ্রেনের প্রকোপ বেশি। তাই অনেক মেয়ের বয়ঃ সন্ধিক্ষণে প্রথম ঋতুস্রাবের

সঙ্গেই মাইগ্রেনের সমস্যাও পাশাপাশি শুরু হয়।

মাইগ্রেন থেকে বাঁচার উপায় ঃ মাইগ্রেনের সমস্যা থাকলে অতিরিক্ত কফি খাওয়া ক্ষতিকর। চকলেট, রেড ওয়াইন, ড্রাই ফুটস, চিজজাতীয় খাবারও এড়িয়ে চলুন।

ইউক্যালিপটসা অয়েল, মিন্ট অয়েল দিয়ে মাথায় ম্যাসাজ করলে আরাম পাওয়া যাবে। আর ল্যাভেন্ডার অয়েল যদি রোগী সেবন করেন, তবে ১৫ মিনিটের মধ্যে মাথা ব্যথা কমতে শুরু করবে।

কোন খাবার খেলে সমস্য হয় তা আপনাকে বুঝতে হবে।

কাজুবাদাম, ওয়ালনাট ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ হয় বলে খেতে পারেন। আদা কুচি চিবোলে উপকার পাওয়া যায়। সানফ্লাওয়ার অয়েলে রান্না করলেও রোগীর জন্য ভালো।

মাইগ্রেনের রোগীর অনেক সময় আলো সহ্য করতে পারেন না। তাই চোখ যেন ঠাণ্ডা থাকে, সেই জন্য টিন্টেড গ্লাসের চশমা দেয়া হয়। এতে রোগীর চোখ অনেক আরাম পায়।

চিকিৎসা সাধারণত মাইগ্রেনর ব্যথায় পেইনকিলার দেওয়া হয়। তবে দীর্ঘদিন ধরে তা খেলে অন্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

আতঙ্কের মধ্যেই শিথিল লকডাউন!
ছাড় দেওয়া হলো এখন কৃষিকাজে

প্রধানমন্ত্রী ঘোষমার পর দিন চারেক কাটতে না কাটতেই খানিকটা শিতিল করা হল লকডাউন। এবার থেকে কৃষকরা চাষবাসের ক্ষেত্রে ছাড় পাবেন। খোলা হবে চাষবাসেরে সঙ্গে যুক্ত দোকানপাটও। কৃষিজাত পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রেও ছাড় দেওয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। আগামী মরশুমে উৎপাদনে যাতে ঘাটতি না পড়ে তা নিশ্চিত করতেই নেওয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্ত। মঙ্গলবার রাত ১২টা থেকে অর্থাৎ বুধবারের সূচনালগ্নেই দেশজুড়ে ২১ দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর জেরে চরম বিপাকে পড়েছেন কৃষকরা। প্রথমত, মজুরের অভাবে বড় কৃষকরা চাষের কাজ করতে পারছেন না। তাঁর উপর আবার

দোকান বন্ধ থাকাই মিলছে না প্রয়োজনীয় চাষের কাজ করতে পারছেন না। তাঁর উপর আবার দোকান বন্ধ থাকাই মিলছে না প্রয়োজনীয় চাষের সামগ্রী। এই পরিস্থিতিতে অনেক কৃষককেই চাষের কাজ বন্ধ রেখে বাড়িতে বসে থাকতে হচ্ছিল। এবার চাষকেও অতি প্রয়োজনীয় কাজের তালিকায় আনা হল। এর ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাব কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত দেশের প্রায় ৭০ কোটি মানুষ স্বস্তি পাবেন। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের এক উচ্চপদস্থ আমলা জানিয়েছেন, কৃষিকাজকে লকডাউনের আওতা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে কৃষিকাজকে অতি প্রয়োজনীয় কাজের মধ্যে ধরা হবে। কৃষির সঙ্গে যুক্ত দোকানপাটও খোলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হল কৃষিকাজে ছাড়া দেওয়ার ফলে দেশের অর্ধেক মানুষ বাড়ি থেকে বেরনোর অনুমতি পেয়ে গেলেন। যা এই পরিস্থিতিতে বেশ বিপজ্জনক।

উল্লেখ্য, প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী লকডাউনের মধ্যে কিছু জরুরি পরিষেবা প্রদানকারী সরকারি দপ্তর খোলা আছে। যেমন দমকল, পুলিশ, অর্থদপ্তর, এলপিজি পেট্রোল পাম্প, বিদ্যুৎ, জল, হাসপাতাল পরিষেবা, ওষুধের দোকান, ডাক্তারখানা, প্যাথলজিক্যাল ল্যাব, রেশন মুদি দোকান, ফল-সব্জি, দুধের দোকান, মাছ-মাংসের দোকান, হিমঘর, গুদাম। সচল ব্যাংক-সহ এটিএমগুলি। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক। সংবাদমাধ্যমগুলি ও চালু। টেলিকম, ইন্টারনেট, তথ্যপ্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবা, কেবল পরিষেবা, ডাক বিভাগও চাল রাখা হচ্ছে। এর সঙ্গেই যুক্ত করা হল কৃষিকাজও।

সুস্থ জীবনের জন্য জলের আবশ্যিকতা

প্রতিটি খাবারের মধ্যেই জল বিদ্যমান। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে তরমুজ, শসা ও স্ট্রবেরির মোট ওজনের ৯০ শতাংশই জল। মানুষের জল চাহিদার ২০ শতাংশই পূরণ হয় স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার মাধ্যমে।

জলের আরেকটি বড় উৎস বিভিন্ন ধরনের পানীয়। চা, কফি, দুধ, জুস, কোল্ড ড্রিংক ইত্যাদির বেশিরভাগ জল এবং এসবই দেহের জল ঘাটতি পূরণে কাজ করে। গবেষকরা বলছেন - কফি জল চাহিদা পূরণের একটি আদর্শ উৎস। তবে অতিমাত্রায় কফি পান করা দেহের জন্য ক্ষতিকর।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি নারী দৈনিক কাবার ও পানীয় থেকে গড়ে দুই দশমিক সাত লিটার জল গ্রহণ করেন, পুরুষদের ক্ষেত্রে পরিমাণটা তিন দশমিক সাত লিটার। কিন্তু গবেষকরা বলছেন, - মানুষের বয়স, ওজন, দৈহিক কাজকর্ম, এমনকি জলবায়ুর উপর নির্ভর করছে তার জল চাহিদার পরিমাণ।

ঘামের সঙ্গে যে পরিমাণ জল দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে তা পূরণ করতে এর চেয়েও বেশি জল পানের দরকার। যে ব্যক্তি গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে দৈহিক পরিশ্রমের মাধ্যমে আয় করেন, তাকে তুলনামূলক বেশি জল পান করতে হবে। আরযিনি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অফিসে কাজ করেন, তাকে কিছুটা কম জল পান করলেও চলে।আপনার জল ঘাটতি রয়েছে কিনা তা বোঝার জন্য গবেষকরা সহজ একটি পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। দেহে জল গাটতি দেখা দিলে প্রাকৃতিক ভাবেই আপনি তৃষ্ণা অনুভব করবেন। তাছাড়া আপনার প্রস্রাবের রং বলে দিবে জল খাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে কিনা। যদি প্রস্রাবের রং হলুদ বা কমলা হয়ে আসে, তবে জল পান করুন। আর দেহের ঘাম ঝরালে জল পান করতে ভুলবেন না।

আপনি কি পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খান? নাকি জল খেতে আপনার প্রবল অনীহা? কাজের চাপে বেমালুম ভুলে মেরে দেন জল নামক অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটির কথা! একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে দৈনন্দিন জৈলের যে চাহিদা, তা পূরণ না হলে দেখা দেয়, হাজারো সমস্যা কারণ, কথাতেই আছে, জলের অপর নাম জীবন। শরীর কিছু লক্ষণ দেখা দেবে যেগুলি বুঝিয়ে দেবে শরীরে জলের ঘাটতি রয়েছে কিনা।

সুস্থ থাকতে প্রতিদিন কখনও হাঁটবেন

সুস্থ থাকতে হলে প্রতিদিন হাঁটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকালে বা বিকেলে হাঁটলে শরীরে খুব ভালো ব্যায়াম হয় এবং ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে যায় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তবে আধুনিক জীবন যাপনের ফলে এখন দৈনন্দিন শারীরিক কার্যক্রম হচ্ছে না বললেই চলে। যার ফলে শরীরে বাসা বাঁধছে বিভিন্ন অসুখ বিসুখ। যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, আথ্রাইটিস, ওবেসিটি বা স্থূলতা, মাংসপেশি শক্তি কমে যাওয়া, অষ্টিওপোরোসিস বা হাড়ের ভঙ্গুরতা ইত্যাদি। সুস্থ থাকলে হলে হাঁটার বিকল্প নেই। তবে এখন প্রশ্ন হলে কখনও কতক্ষণ হাঁটবেন?

প্রতিদিন কমপক্ষে ৪০-৪৫ মিনিট হাঁটুন। এছাড়া যদি হাঁটতে ভালো লাগে তবে হাঁটার সময়টা ১ ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। যারা বেশি হাঁটতে পারেন না, তারা ওই ৪০ মিনিট হাঁটার সময়ে ১০ মিনিটের বিরতি দিতে পারেন। পাঁচদিন ৩০ মিনিট করে ১৫০ মিনিট হাঁটলেও আপনি সুস্থ থাকবেন। তবে কখনই ৩০ মিনিটের কম হাঁটা উচিত হবে না। সকালে বা বিকেলে হাঁটা শরীরের জন্য ভালো।

হাঁটার গতি কেমন হবে ঃ হাঁটার সময় অনেকে বুঝতে পারেন না যে, হাঁটার গতি কেমন হবে। তবে হাঁটার জন্য তেমন নির্দিষ্ট কোনো গতি নেই। প্রথমে ধীরে ধীরে হাঁটা শুরু করর পর আস্তে আস্তে গতি বাড়াতে হবে। শরীরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যতটুকু পারা যায় গতি বাড়াতে হবে।

অনিয়মিত পিরিয়ডের কয়েকটি কারণ

নারীদেহের সাধারণত ২৮ দিন পর পর পিরিয়ড হয়ে থাকে। কিন্তু কখনও কখনও এই সময়টাতে হেরফের হতে পারে। কখনও এক সপ্তাহ পার হতে পারে পিরিয়ড। আবার মাঝে মাঝে একমাস কিংবা আরও বেশি সময় পরও হতে পারে। নির্ধারিত সময়ে যদি পিরিয়ড না হয় তাহলে অনেক নারীইয় দুশ্চিন্তায় থাকেন। বিশেষ করে বিবাহিত নারীরা ঘাবড়ে যান অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ করে ফেলেছেন ভেবে। গর্ভধারণ ছাড়াও অন্য আরও কিছু কারণ পিরিয়ড বিলম্ব হতে পারে। জেনে নিন কারণগুলো। হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া বা অতিরিক্ত ব্যায়াম ঃ খুব কঠিন ডায়েট করলে কিংবা কোনও কারণে হঠাৎ করেই স্বাভাবিক ওজন কমে গেলে পিরিয়ডে বিলম্ব হতে পারে। অতিরিক্ত ব্যায়ামের কারণেও পিরিয়ড বিলম্বিত হতে পারে। বি এম আ যিদি ১৮/১৯ এর নিয়ে হঠাৎ করে নেমে যায় তাহলে পিরিয়ড বিলম্বে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। থাইরয়েড হরমোনের ভারসাম্যহীন ঃ আমাদের গলার নিচে যেই থাইরয়েড গ্রন্থি থাকে সেটা শরীরের সকল কার্যপ্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে যদি স্বাভাবিকের চাইতে বেশি কিংবা কম থাইরয়েড হরমোন নিঃসৃত হয় তাহলে শরীরের পুরো কার্যপ্রক্রিয়ায় তার প্রভাব পড়ে এবং এক্ষেত্রে পিরিয়ডে একটি হরমোনের সমস্যা। পলিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম ঃ পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম একটি হরমোনাল সমস্যা। শরীরে জরুরি তিনটি হরমোন এস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন এবং টেসটোস্টেরন উৎপাদনের মাত্রা কমে যায় পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম হলে। ফলে পিরিয়ডে বিলম্ব হয়।

কুঞ্জবন সেবক সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন বিজেপির সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা। ছবি- নিজস্ব।

এজেপি-র নির্বচনি প্রতীক 'নদীর জলে ভাসমান জাহাজ', রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি নির্বাচন কমিশনের

গুয়াহাটি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নবগঠিত আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পরিষদ (এজেপি)-কে রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি দিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেওয়ার পাশাপাশি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এজেপি-কে প্রতীকচিহ্ন দেওয়া হয়েছে 'নদীর জলে ভাসমান জাহাজ'।

আজ রবিবার গুয়াহাটিতে হোটেল প্রাগ কন্টিন্যান্টে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ভারতের নির্বাচন কমিশন দলকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে বলে জানান এজেপি-র সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগে। তিনি জানান, সে অনুসারে 'নদীর জলে ভাসমান জাহাজ' প্রতীকচিহ্নে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে অসম জাতীয় পরিষদ। ৫৬/১৬১/২০২০/২০২১/পিপিএস১ নম্বরে পঞ্জিভুক্ত করে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে অসম জাতীয় পরিষদকে দেশের আরেকটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল হিসেবে ঘোষণা করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। সাংবাদিক সম্মেলনে এজেপি সভাপতি লুরিনজ্যোতি বলেন, ব্রহ্মপুত্রে চলমান জাহাজ স্ব-নির্ভরশীল অসম, বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়, বাণিজ্য ক্ষেত্রে যোগসূত্র, নদীর দু-পাড়ের সঙ্গে সমন্বয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। তাই দল এই প্রতীকচিহ্ন গ্রহণ করেছে, বলেন সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগে। লুরিন বলেন, এতদিন ধরে প্রতীক না পাওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক অপপ্রচার চালানো হচ্ছিল।

কংগ্রেসের মহাজোটে তাঁরা শামিল হচ্ছেন কিনা এক জিজ্ঞাসায় তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, এই মহাজোটে কখনও শামিল হবে না এজেপি, এঁদের সঙ্গে মিত্রতা সম্ভব নয়। লুরিন বলেন, 'আমাদের রাজনৈতিক স্থিতি স্পষ্ট। জাতীয় দলের কোলে উঠে আমরা কখনও কেতিয়াও জাতীয়তাবাদ (অসমিয়া আঞ্চলিকতাবাদ) প্রতিষ্ঠা করব মা। আমরা স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে যাব।' তিনি আরও বলেন, 'বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামা মহিলারির সঙ্গে এ ব্যাপারে বেশ কয়েকবার ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক কিছু বাধ্যবাধকতার জন্য তিনি মহাজোটের অংশীদার হয়েছেন।'

লুরিনজ্যোতির বক্তব্য, আসন্ন '২১-এর নির্বাচনে কে আমাদের সঙ্গে আছে, বা কে আসবে কিংবা না-আসবে তা নিয়ে ভাবিত নন। তবে অসমের জনসাধারণ যেমন চাইছেন, তেমনই স্বপ্নের জাতীয়তাবাদী (আঞ্চলিক) সরকার প্রতিষ্ঠিতে হবে রাজ্যে। তিনি বলেন, দেশের বর্তমান পরস্থিতিতে সমগ্র ভারতের আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি একত্রিত হওয়া খুব দরকার। কেননা, 'জাতীয় দলগুলি আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। তাই সব আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তিকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান এজেপি সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগে।

রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি লাভ এজেপি-র, প্রতীকচিহ্ন 'নদীর জলে ভাসমান জাহাজ', নির্বাচন কমিশনের সিলমোহর

গুয়াহাটি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নবগঠিত আঞ্চলিক দল অসম জাতীয় পরিষদ (এজেপি)-কে রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি দিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেওয়ার পাশাপাশি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এজেপি-কে প্রতীকচিহ্ন দেওয়া হয়েছে 'নদীর জলে ভাসমান জাহাজ'।

আজ রবিবার গুয়াহাটিতে হোটেল প্রাগ কন্টিন্যান্টে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ভারতের নির্বাচন কমিশন দলকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে বলে জানান এজেপি-র সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগে। তিনি জানান, সে অনুসারে 'নদীর জলে ভাসমান জাহাজ' প্রতীকচিহ্নে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে অসম জাতীয় পরিষদ। ৫৬/১৬১/২০২০/২০২১/পিপিএস১ নম্বরে পঞ্জিভুক্ত করে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে অসম জাতীয় পরিষদকে দেশের আরেকটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দল হিসেবে ঘোষণা করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন সাংবাদিক সম্মেলনে এজেপি সভাপতি লুরিনজ্যোতি বলেন, ব্রহ্মপুত্রে চলমান জাহাজ স্ব-নির্ভরশীল অসম, বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়, বাণিজ্য ক্ষেত্রে যোগসূত্র, নদীর দু-পাড়ের সঙ্গে সমন্বয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। তাই দল এই প্রতীকচিহ্ন গ্রহণ করেছে, বলেন সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগে। লুরিন বলেন, এতদিন ধরে প্রতীক না পাওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক অপপ্রচার চালানো হচ্ছিল।

কংগ্রেসের মহাজোটে তাঁরা শামিল হচ্ছেন কিনা এক জিজ্ঞাসায় তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, এই মহাজোটে কখনও শামিল হবে না এজেপি, এঁদের সঙ্গে মিত্রতা সম্ভব নয়। লুরিন বলেন, 'আমাদের রাজনৈতিক স্থিতি স্পষ্ট। জাতীয় দলের কোলে উঠে আমরা কখনও কেতিয়াও জাতীয়তাবাদ (অসমিয়া আঞ্চলিকতাবাদ) প্রতিষ্ঠা করব মা। আমরা স্বাভিমানী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে যাব।' তিনি আরও বলেন, 'বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামা মহিলারির সঙ্গে এ ব্যাপারে বেশ কয়েকবার ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক কিছু বাধ্যবাধকতার জন্য তিনি মহাজোটের অংশীদার হয়েছেন।'

লুরিনজ্যোতির বক্তব্য, আসন্ন '২১-এর নির্বাচনে কে আমাদের সঙ্গে আছে, বা কে আসবে কিংবা না-আসবে তা নিয়ে ভাবিত নন। তবে অসমের জনসাধারণ যেমন চাইছেন, তেমনই স্বপ্নের জাতীয়তাবাদী (আঞ্চলিক) সরকার প্রতিষ্ঠিতে হবে রাজ্যে। তিনি বলেন, দেশের বর্তমান পরস্থিতিতে সমগ্র ভারতের আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি একত্রিত হওয়া খুব দরকার। কেননা, 'জাতীয় দলগুলি আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। তাই সব আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তিকে একত্রিত হওয়ার আহ্বান জানান এজেপি সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগে।

হুগলির ওয়েলিংটন জুটমিলেসাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস, প্রায় ২ হাজার শ্রমিক কর্মহীন

হুগলি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : এবার সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস পড়ল হুগলির ওয়েলিংটন জুটমিলে। কাজ হারালেন অন্তত ২ হাজার শ্রমিক। রবিবার সকালে কাজে যোগ দিতে গিয়ে শ্রমিকরা দেখেন, রিষড়ার ওয়েলিংটন জুটমিলের গেটে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস। প্রতিবাদে আচমকা কাজ হারিয়ে সকালেই জিটি রোড অবরোধ করেন শ্রমিকরা।

এর আগেও একাধিকবার হুগলির ওয়েলিংটন জুটমিলের কাজ থমকে গিয়েছে। তবে এবারের বিষয়টা একটু অন্য। আর্থিক পরিস্থিতির অবনতির কারণ দেখিয়ে এবার কাজ বন্ধের নোটিস দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনায় আবার রাজনৈতিক রংও লেগেছে। কংগ্রেস পরিচালিত আইএনটিইউসি-র অভিযোগ, রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় প্রাচীন ওয়েলিংটন জুটমিলের আজ এই পরিস্থিতি। এ নিয়ে শ্রমদফতরের সঙ্গে একপ্রস্ত আলোচনার পরও সমস্যার জট কাটেনি বলে খবর। যার ফলে রবিবার সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস। শ্রমিকদের একাংশের আশঙ্কা, পরিস্থিতি যেমন, তাতে জুটমিল ফের নাও খুলতে পারে। সেক্ষেত্রে স্থায়ীভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে রাজ্যের আরও একটি পাটকল।

করোনা ও লকডাউনের জেরে এমনিতেই ক্ষতির মুখে রাজ্যের শিল্পাঞ্চলগুলি।আনলক পর্বে সেই স্থবিরতা কাটলেও লাভের মুখ দেখা সেভাবে সম্ভব হয়নি। তার উপর রাজ্যের বিভিন্ন কলকারখানায় উৎপাদন নিয়ে শ্রমিক-মালিক অসন্তোষ লেগেই আছে। ফলে কোথাও কোথাও সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিস দেখা খুব একটা বিরল ঘটনা নয় এ রাজ্যে। কিন্তু হুগলির ওয়েলিংটন জুটমিলে এবার যা হল, তাতে কার্যত অশনি সংকেত দেখছেন শ্রমিকরা।

বিজেপির আগ্রাসন ও তৃণমূলের অপশাসন রুখতে হবে : অধীর চৌধুরী

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির আগ্রাসন রুখতে হবে, রুখতে হবে তৃণমূলের অপশাসন। রবিবার ব্রিগেডের ময়দান থেকে জানিয়ে দিলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। একইসঙ্গে বিজেপি ও তৃণমূলকে আক্রমণ করে অধীর বলেছেন, 'গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতায় এসে এঁরা গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরছেন, দিল্লিতে মোদী বলেন, বিরোধী শূন্য চাই, এখানে দিদিও তাই বলেন।' এদিন দুপুর দু''টো নাগাদ বক্তৃতার শুরুতেই কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'এত বড় সভায় বক্তৃতার সুযোগ আমার জীবনে এই প্রথম। যারা আগামী নির্বাচনকে বোঝাতে চাইছে তৃণমূল এবং বিজেপির লড়াই, তাদের মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়েছে এই সমাবেশ। আগামী দিনে তৃণমূল, বিজেপি থাকবে না, সংযুক্ত মোর্চা থাকবে।' হিন্দিতে অধীর বলেন, 'ইয়ে স্রেফ ঝাঁকি হ্যায়, সরকার বদলনা বাকি হ্যায়।' কংগ্রেস সাংসদ অধীর এদিন বলেন, 'এ বাংলায় সাম্প্রদায়িক বিজেপির আগ্রাসন রুখতে হবে, তৃণমূলের অপশাসনকেও রুখতে হবে। তৃণমূল নেত্রী মমতা দেখে যান মোর্চার ক্ষমতা। বাংলাকে হতাশা, নিরাশা গ্রাস করেছে। গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতায় এসে এঁরা গণতন্ত্রের গলা টিপে ধরছেন, দিল্লিতে মোদী বলেন, বিরোধী শূন্য চাই, এখানে দিদিও তাই বলেন।' পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে সাবধান করে অধীর বলেন, 'সাম্প্রদায়িক ভারতবর্ষ গড়ার চেষ্টা হচ্ছে, বাংলার মানুষ সাবধান থাকবেন। এখন পেট্রোলের দাম দেখুন।' পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে খোঁচা দিয়ে অধীর বলেন, 'বিরাট কোহালি এবং নরেন্দ্র মোদী দু'জনেই সেঞ্চুরি করছেন। আর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, রাজ্যে ১ টাকা তেলের দাম কমালাম, উনি মনে করলে, ১৫ টাকা কমাতে পারতেন। ছত্তিশগড়ে তেলের দাম অনেক কমানো হয়েছে। ভ্যাট কমান, তেলের দাম রাতারাতি কমে যাবে। কেন্দ্র-রাজ্য কর কমালে তেলের দাম অনেক নেমে যাবে। বাস্তবে তেলের দাম লিটার প্রতি ৩২ থেকে ৩৩ টাকা।' মমতাকে আক্রমণ করে অধীর বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী লকডাউনের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের ট্রেনে করে রাজ্যে ফেরাতে টালবাহানা করেছেন, 'করোনা এক্সপ্রেস' নাম দিয়েছেন। এই অপমান পরিযায়ী শ্রমিকরা ভুলবে না। মুখ্যমন্ত্রী মইদুল মিদ্যার মৃত্যুতে এক বারও দুঃখ প্রকাশ করেননি। বাংলায় রাজ্যের কৃষক উপযুক্ত মূল্য পান। অধীরের বার্তা, 'সাহস রাখতে হবে, হিম্মত রাখতে হবে।'

হিংসা ছেড়ে মূল স্রোতে, ছত্তিশগড়ে আত্মসমর্পন ৩ জন মাওবাদীরা

রায়পুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলায় হিংসার পথ ছেড়ে আত্মসমর্পন করল ৩ জন মাওবাদী। এই ৩ জন মাওবাদীদের মধ্যে একজন আবার সুরক্ষা বাহিনীর উপর হামলার ঘটনায় জড়িত ছিল। তার মাথার দাম ধার্য করা হয়েছিল ৩ লক্ষ টাকা। রবিবার দান্তেওয়াড়ার পুলিশ সুপার অভিষেক পল্লব জানিয়েছেন, শনিবার সন্ধ্যায় পুলিশ এবং সিআরপিএফ-এর সম্মুখে আত্মসমর্পন করেছে একজন মহিলা-সহ ৩ জন মাওবাদী। আত্মসমর্পন করা ৩ জন মাওবাদীরা মধ্যে একজনের নাম-সুরেশ কাডতি (৩৫)। সুরেশের মাথার দাম ছিল ৩ লক্ষ টাকা। অপর দু''জনের নাম-সোনু মাদকাম (২৫) এবং মহিলা মাওবাদী যোগী মারকাম (২৭)। এই ৩ জনকে মাওবাদীকে রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন অনুযায়ী পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

রাজনীতিতে যোগ দিতে নয়, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই এসেছি : শ্রীলেখা

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আমি রাজনীতিতে যোগ দিতে এখানে আসিনি। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই এসেছি। এমনটাই জানালেন রবিবাসরীয় ব্রিগেডে হাজির অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। দলবদলের আবহে বারবারই সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হতে দেখা গিয়েছে শ্রীলেখা মিত্রকে। কখনও তৃণমূলকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন তো কখনও বিজেপিকে একহাত নিয়েছেন। রাজনীতির মঞ্চে তারকাদের সমাবেশকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি। তবে একুশের বিধানসভা ভোটের আগে বাম, কংগ্রেস ও ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের যৌথ ব্রিগেড সমাবেশে সকাল সকাল হাজির হলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র।

সেখানে তিনি রাজনীতিতে আসেছন কিনা জানতে চাইলে তাঁর সাফ জবাব, ''অনেকেই শিরদাঁড়া সোজা রাখতে পারছে না। কিন্তু আমাদের ক্ষমতার লোভ, টিকিটের লোভ কিংবা অর্থের লোভ নেই। আমি রাজনীতিতে যোগ দিতে এখানে আসিনি। একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই এসেছি। মনে হয়েছে, এই সময় এরকম একটা সমাবেশে আসাটা দরকার, তাই এসেছি।'' তিনি আরও বলেন, ''আমি ভোটে লড়তে আসিনি। তবে যাঁরা নির্বাচনী যুদ্ধে নামবেন, আমি অবশ্যই তাঁদের পাশে থাকব।''

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

তিপ্রা এর কর্মকর্তারা আসন্ন এডিসি নির্বাচন নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি নিজস্ব।

কেন্দ্রের তিনটি কৃষি আইন কৃষকদের মৃত্যু পরোয়ানা : কেজরিওয়াল

মেরঠ, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি কৃষি আইনকে কৃষকদের মৃত্যু পরোয়ানা আখ্যা দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার উত্তর প্রদেশের মেরঠে কেজরিওয়াল বলেছেন, 'কেন্দ্রের তিনটি কৃষি আইন কৃষকদের মৃত্যু পরোয়ানা। কৃষকদের কাছ থেকে তাঁদের জমি কেড়ে নিয়ে ৩-৪ জন পুঁজিবাদীদের হাতে তুলে দিতে চাইছে সরকার। নিজেদের জমিতেই কৃষকরা শ্রমিক হয়ে যাবেন, সেই কারণেই এই পরিস্থিতি কৃষকদের কাছে জীবন-মৃত্যুর সমতুল্য।'''' নরেন্দ্র মোদী সরকারকে ব্রিটিশদের থেকেও কঠোর আখ্যা দিয়ে কেজরিওয়াল এদিন আরও বলেছেন, এমনকি ব্রিটিশরাও আমাদের কৃষকদের এত নিপীড়ন করেনি। তাঁরা ভূমিতে পেরেক পুঁতে রাখেনি। এই সরকার ব্রিটিশদেরও পিছনে ফেলে দিয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ১৯২ জন

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি স): গত কয়েকদিন ধরেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা হলেও বেড়ে গিয়েছিল। এরই মাঝে অবশেষে রবিবার ফের কিছুটা কমলো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১৯২ জন। রবিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১৯২ জন করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় বর্তমানে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫,৭৫,১১৮। একদিনে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বামেদের ব্রিগেডে উপচে পড়া ভিড়

কলকাতা,২৮ ফেব্রুয়ারি (হি স): ২০১৯-এর পর ফের ২০২১। নির্বাচনের আগেই আজ রবিবার বামেদের ব্রিগেড। বামেদের ব্রিগেডেউপচে পড়া ভিড় বাম কর্মী সমর্থকদের। নজরে একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।

২০১৯ এর ৩ ফেব্রুয়ারি বামেদের বিগ্রেডের পর এবার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের ব্রিগেড। ২০১৫ সালে বামেদের ব্রিগেডে বামেদের সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আর ২০১৯ এ তিনি প্রধান শ্রোতা হয়ে ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই বছর ব্রিগেডে উপস্থিত থাকতে পারছেনা না বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এদিন বামেদের ব্রিগেডে জন্য বাড়ি বাড়িতে তৈরি হচ্ছে ১০ লক্ষের খাবার। তবে এতদিন ধরে ব্রিগেডের আগে তরুণদের মন জয়ে পারফর্ম হচ্ছে বাজি নাচ। এই নাচের পোশাকি নাম "ফ্লাশ মব" । গানটির স্রষ্ঠা নাট্য নির্দেশক জয়রাজ ভট্টাচার্য। গেয়েছেন অর্ক মুখোপাধ্যায়। ব্রিগেডের আগে এই তালেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ২২ জায়গায় পারফর্ম করছেন শিল্পীরা। রবিবার বামেদের ব্রিগেডে অগণিত বাম কর্মী সমর্থকদের ভিড়।

ব্রিগেড সমাবেশের আগে ভাঙড়ে তৃণমূল-আব্বাস অনুগামীদের সংঘর্ষ, আহত ৬ জন

ভাঙড়, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ব্রিগেড সমাবেশের ঠিক আগে ভাঙড়ে উত্তেজনা। ব্রিগেড যাওয়ার পথে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মারধর করার অভিযোগ উঠল আব্বাস সিদ্দিকীর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। রবিবার সকালে ভাঙড় থেকে কলকাতায় যাওয়ার পথে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-এর কর্মী-সমর্থকদের গাড়ি আটকানো নিয়ে বচসায় জড়ায় তৃণমূল- আইএসএফ । এড়েন্ডা রাস্তার মোড়ের এই ঘটনায় দুই পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছেন বলে খবর। এদের মধ্যে তিনজনকে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

অভিযোগ, রবিবার সকালে ভাঙড় থেকে আইএসএফের এক দল সমর্থক গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন ব্রিগেডে যোগ দিতে। অভিযোগ, দুর্গাপুরের কাছে তাঁদের গাড়ি আটকে দেয় তৃণমূল সমর্থকরা। বাধা পেয়ে গাড়ি থেকে নেমে আইএসএফ সমর্থকরা তাঁদের মারধর শুরু করে। বেলা প্রায় পৌনে এগারোটা নাগাদ এ নিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষ শুরু হয়। আহতদের হাসপাতালে ভরতি করার পর আইএসএফের অন্যরা ফের ব্রিগেডের পথে এগিয়ে যান।

যদিও তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ বিগ্রেড যাওয়ার পথে আব্বাস সিদ্দিকীর অনুগামীরা আচমকাই তাঁদের উপর চড়াও হয় । এই ঘটনায় মোট ৬ জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আক্রান্ত এক তৃণমূল নেতার অভিযোগ, মেরে ৪ জনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে আব্বাস সিদ্দিকীর সমর্থকরা। আহত অবস্থায় তাঁদের প্রথমে নলমুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সঙ্কটজনক ৩ জনকে কলকাতা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে খবর। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ। এর পাশাপাশি, দুর্গাপুর পঞ্চায়েত অফিসেও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে আইএসএফ-এর বিরুদ্ধে।

প্রসঙ্গত, একুশের বিধানসভা ভোটের আগে ঐতিহাসিক ব্রিগেড সমাবেশের সাক্ষী কলকাতা। এতদিন যে ময়দানের সঙ্গে শুধুই বামফ্রন্টের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকত, এবার আর তা একচেটিয়া বামেদের থাকছে না। এবার রাজ্যে তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে জোট বেঁধেছে বাম-কংগ্রেস-ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট। একই মঞ্চ ভাগ করে নেবেন তিন দলের নেতৃত্ব। বলা হচ্ছে, জনসমাগমে আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দেবে রবিবারের সমাবেশ। তিন দলের প্রায় ১০ লক্ষ কর্মী, সমর্থকের জমায়েত হবে। বাম, কংগ্রেস কর্মী, সমর্থকদের পাশাপাশি আইএসএফ প্রধান আব্বাস সিদ্দিকির আহ্বানেও প্রচুর মানুষ ব্রিগেডে আসছেন।

রামনগরে অখিলের নামে দেওয়াল লিখন শুরু, সোম থেকে শুরু প্রচার

রামনগর, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): প্রার্থী তালিকা এখনও পর্যন্ত ঘোষণা করেনি তৃণমূল কংগ্রেস। প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার আগেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগরে বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক অখিল গিরির নামে দেওয়াল লিখন শুরু করলেন তৃণমূলের নেতা, কর্মীরা। রবিবার সকালে দেওয়াল লিখন করতে দেখা গিয়েছে রামনগরের দেপাল এলাকায়। শুধু তাই নয়, আত্মবিশ্বাসী বিধায়ক নিজে দাবি করেছেন, শনিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে ফোন করেছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কাছে জানতে চান, রামনগরের খবর কী? রামনগরে জিতবি তো? উত্তরে বিধায়ক জানান, রামনগরে যদি না জিততে পারি, তাহলে পূর্ব মেদিনীপুরের ১৬টা আসনেই হেরে যাবে। এরপর রাতেই ওল্ড দীঘার কালী মন্দিরে পুজো দেন অখিল বাবু। অখিল বাবু জানান, মন্দিরে পুজো দিলাম। তবে সোমবার থেকে রামনগরে পুরোদস্তুর প্রচার শুরু হয়ে যাবে।

দোকান

● প্রথম পাতার পর

ক্লাব সংলগ্ন এলাকায়। জানা যায় এদিন সন্ধ্যয় এলাকার একটি দোকানে আগুন দেখতে পেয়ে খবর দেয় দমকল কর্মীদের। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এলাকাবাসী জানায়, এদিন সন্ধ্যায় প্রথমে আগুন দেখতে পায় এলাকার বাইক মেকানিকের দোকানে। তাৎক্ষণিক দমকল কর্মীদের ফোন করে খবর দিতে চাইলে দমকল কর্মীদের ফোন ব্যস্ত পায়। পরবর্তী সময় ফোনে জানানো হলে ১০-১৫ মিনিট পর বড়দোয়ালী ফায়ার সার্ভিসের দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। কিন্তু ততক্ষণে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে আরো ৪ টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। দীর্ঘ প্রয়াসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। কিন্তু এলাকার দশটি দোকান ভস্মীভূত হয়ে যায়। পাশাপাশি একটি বাড়ি আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাড়ির মালিকের নাম সজল চক্রবর্তী। তবে আগুনের সূত্রপাত নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে দেখা দিয়েছে ধোঁয়াশা। ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য।

আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

জানিয়েছেন নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং সোনা গয়না সহ প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরের দল। চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত চুরির ঘটনায় জড়িত কাউকে আটক কিংবা চলে যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই।এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।উল্লেখ্য বেড়ি মুড়ি মুড়া সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলিতে প্রায় সময়ই চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। ফলে এলাকার জনগণ রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো সংশয়ে পড়েছেন।

খুন

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিকে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ তুলেছে নাবালিকা মেয়েটিকে অভিজিৎ ত্রিপুরা ধর্ষণ করেছে এবং পাশবিক লালসা চরিচতার্থ করার পর খুন করেছে। পরিবারসহ এলাকাবাসীদের দাবি ধর্ষণ ও খুন কান্ডের সাথে যারা জড়িত রয়েছে তাদের সর্বোচ্চ সাজা হোক। এদিকে, ধৃত অভিজিৎ ত্রিপুরাকে গতকালই স্থানীয় জনগণ বেধরক মারধর করেছে। তাকে চিকিৎসার জন্য আগরতলায় জি বি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অভিযান নয়, ন্যাশনাল স্পিরিটে উন্নীত হবে।'

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আগামী কয়েক মাস আপনাদের সকলের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তরুণদের বেশিরভাগেরই পরীক্ষা হবে। আপনাদের সকলকে উদ্বিগ্ন নয়, যোদ্ধা হতে হবে। হাসতে হাসতে পরীক্ষায় যেতে হবে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও পরীক্ষা পে চর্চা করব। মার্চ মাস থেকে শুরু হতে চলা "পরীক্ষা পে চর্চা" শুরু হওয়ার আগে সমস্ত পরীক্ষা যোদ্ধা, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে আমার অনুরোধ নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আমাকে পাঠাবেন।

কুঞ্জবনে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের সার্কিট হাউজ সংলগ্ন এলাকায় সেবক সঙ্গে রবিবার সকালে এক মহতী রক্তদান শিবির মরণোত্তর দেহ দান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সহকারি কমিশনার। শিবিরের উদ্বোধন করে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা বলেন রাজ্যের গুলিতে রক্তের সংকট রয়েছে। তাতে চিকিৎসা পরিষেবায় মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। মুমূর্ষ রোগীর দুর্ঘটনায় পতিত রুকি থালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগী এবং প্রসূতি মায়েদের জরুরী ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন হয় ।ব্লাড ব্যাংক এ রক্তের মজুদ সন্তোষজনক না হওয়ায় এসব রোগীরা প্রতিনিয়ত এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। সে কারণেই এ ধরনের রক্তদান শিবিরের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে ।কোন জাপান সেবক সংঘ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করায় তাদের ধন্যবাদ জানান বিজিবি প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা ।অন্যান্য ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী ও সমাজসেবী সংগঠন গুলো রক্তদান শিবির এবং মরণোত্তর দেহ দান শিবিরে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

শান্তিরবাজার রেল স্টেশনের বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। অবহেলার স্বীকার শান্তির বাজার রেলষ্টেশন। শান্তির বাজারের লোকজনদের সুবিধার্থে রেল ষ্টেশন নির্মান করাহলেও বর্তমানে এই রেলষ্টেশনটি অবহেলার স্বীকার হয়ে ভূত বাংলোয় পরিনত হচ্ছে। স্টেশনটি শান্তির বাজার থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। রাত্রি বেলায় এইরেলষ্টেশনটি বিদ্যুৎহীন হয়ে অন্ধকারে পরিনতহয়। মনেহয় একটি ভূত বাংলো। রেলষ্টেশনে যাতায়তের জন্য ঘটাকরে রাস্তা উদ্ভোধন করাহলেও যাতায়তের জন্য গাড়ীর নেই কোনোব্যবস্থা। শান্তির বাজারের লোকজন রেলষ্টেশনে যেতেহলে বাধ্যহয়ে চড়া দামে গাড়ী রিজার্ভ করে যেতেহয়। এতেকরে শান্তির বাজারের অধিকাংশ লোকজন রেলপরিষেবা থেকে বঞ্চীত হয়ে থাকে। রেলষ্টেশনে যাতায়তের জন্য পরিবহন দপ্তর যদি এইরুটে গাড়ী চলাচলের ব্যাবস্থা করেদিতো তাহলে শান্তির বাজারের লোকজন বিশেষ উপকৃতহতো। অপরদিকে রেলষ্টেশনে রাত্রিবেলায় অন্ধকার হয়ে থাকারফলে ষ্টেশন চত্বরে নেশাকারবারিদের আনাগোনা থাকে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। শান্তির বাজারের লোকজন চাইছে রাজ্য সরকার যেন এই রেলষ্টেশনের উন্নয়নে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহনকরে ও ষ্টেশনে যাতায়তের জন্য পরিবহন দপ্তর যেন গাড়ী চলাচলের বিশেষ ব্যাবস্থা করেদেয়। এখন দেখার বিষয় লোকজনদের সুবিধার্থে প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

যুব মোর্চার বাইক রেলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি ৪৪ রাইমাভ্যালি মন্ডলের যুব মোর্চার উদ্যোগে রবিবার বাইসাইকেল রেলি সংগঠিত করা হয়। এদিন সরমা বিজেপি কার্যালয় থেকে বাইসাইকেল রেলিটি শুরু হয়ে রাইমাভ্যালি মন্ডলের ৩৬,৩৭ এবং ৩৮ নং বুথ এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি ধলাই জেলা সম্পাদিকা সতী চাকমা, রাইমাভ্যালি মন্ডলের যুব মোর্চার সহ-সভাপতি রাজীব রুদ্র পাল, ওবিসি মোর্চা রাইমাভ্যালি মন্ডল সভাপতি নির্মল সরকার প্রমুখ। বাইসাইকেল রেলি শেষে জেলা সম্পাদিকা সতী চাকমা জানান রবিবার থেকে শুরু হয়েছে যুব মোর্চার উদ্যোগে বাইসাইকেল রেলি এবং আগামী দিনেও রাইমাভ্যালি এলাকাতে সাইকেল রেলি জারি থাকবে। এদিনের রেলিতে প্রচুর সংখ্যক যুব মোর্চার কর্মী সমর্থকরা অংশ গ্রহন করেন ।অবহেলার স্বীকার শান্তির বাজার রেলষ্টেশন।

বাঙালি রেজিমেন্ট গঠন করার দাবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করা এবং এন আর সি নাম করে কোন বাঙালিকে ত্রিপুরা থেকে বিতারন না করার দাবিতে রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে সংবাদিক সম্মেলন করে প্রগতিশীল আমরা বাঙালি সমাজের রাজ্য কমিটির মহাসচিব সুশীল মালাকার। তিনি আরো বলেন ভারতে ১৯ টি জাতের নামে রেজিমেন্ট গঠনের ন্যায় বাঙালি জাতির নামে বাঙালি রেজিমেন্ট গঠন করার জন্য দাবী জানান তিনি। এবং প্রগতিশীল আমরা বাঙালি সমাজ গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের সমর্থনে নয়। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সুরক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হওয়া জরুরি বলে জানান এদিন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ও সংস্কার করবে। সম্পতি মন্ত্রিসভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানান। পাশাপাশি আরও প্রায় ২০০ কোটি টাকা এডিসি এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে এডিসি এলাকার সমস্ত রাস্তাগুলিকে পাকারাস্তা করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। পাশাপাশি অটল জলধারা মিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের জলজীবন মিশনে প্রত্যেক জনজাতি পরিবারের ঘরে বিনামূল্যে পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জনজাতি এলাকায় বিদ্যুৎ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহ, উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস সংযোগ, বাড়ি বাড়ি শৌচালয় তৈরী করে দেওয়ার প্রকল্প রূপায়ণ করছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করে বলেন, রাজ্যের জনজাতি সম্পদায়ের মানুষ তাদের নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতি তুলে ধরে ত্রিপুরাকে শক্তিশালী রাজ্য রূপে গড়ে তোলার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের যে স্বপ 'এক ত্রিপুরা-শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা' গড়ার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা নেবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডা. অতুল দেববর্মা, শান্তিকালী আশ্রমের মহারাজ স্বামী চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, ত্রিপুরা ক্ষত্রিয় সমাজের সভাপতি পূর্ণচন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ড় শৈলেশ কুমার যাদব। অনুষ্ঠানে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজের সমাজপতি পূর্ণচন্দ্র দেববর্মাকে সম্মাননা জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, রাজ্যের প্রত্যেক জনজাতি সম্পদায়ের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রয়েছে। জনজাতি সম্পদায়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। জনজাতি সম্পদায়ের সমাজপতিকে স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদান রাজন্য যুগে প্রচলিত ছিল। বর্তমান সরকার জনজাতি গোষ্ঠীর সমাজপতিদের সম্মান জানানোর উদ্যোগ নিয়েছে। আজ লংতরাইভ্যালি মহকুমার মাধবচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে চাকমা সম্পদায়ের ও গণ্ডাছড়া মহকুমার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি মাঠে ত্রিপুর সম্পদায়ের সমাজপতিদের সম্মাননা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

ত্রিপুরা রাজ্য চাকমা সামাজিক পরিষদের উদ্যোগে এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে লংতরাইভ্যালি মহকুমার মাধবচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে চাকমা কারবারী বা সমাজপতিদের সম্মাননা জানানোর জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের দিনটি চাকমা সমাজের ও রাজ্যের ইতিহাসে এই মরণীয় দিন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিটি জনজাতি গোষ্ঠীর সংস্ক'তি ও পরম্পরার উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা। অনুষ্ঠানে চাকমাদের রাজ্যস্তরের নতুন স্বীকৃত কারবারী সুখময় চাকমাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর হাতে শংসাপত্র তুলে দেন।

গণ্ডাছড়া মহকুমার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি মাঠে আজ বিকেলে এক অনুষ্ঠানে ত্রিপুর সমাজের সমাজপতি বীরেন্দ্র ত্রিপুরাকে সম্মাননা দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর হাতে শংসাপত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা ও ধলাই জেলার জেলাশাসক গোবেকর ময়ূর রতিলাল। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতি গোষ্ঠীদের প্রথা অনুযায়ী জনজাতি সম্পদায়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, রীতি-নীতির পরম্পরা ধরে রাখার জন্য সমাজপতিকে সম্মানিত করা হল। তিনি বলেন, জনজাতি সম্পদায়ের সমাজপতিরাই সমাজব্যবস্থাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেন।

চুড়াইবাড়িতে

● প্রথম পাতার পর

তাঁর ভাসমান মৃতদেহ দেখতে পায় স্থানীয় লোকজনরা। সঙ্গে সঙ্গে চুড়াইবাড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে কদমতলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের নিয়ে যায় ।তবে প্রাথমিক অনুমানে এটি খুন হিসাবেই ধরা হচ্ছে।এদিকে মৃত কিশোরের ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা তার স্ত্রী কিরভুমজয় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনে চুরাইবাড়ি থানায় একটি হত্যার মামলা দায়ের করেছেন। মৃত ব্যক্তির পরিবারের সাফ বক্তব্য,কিশোরকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে ডোবায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। তাই কখন কিভাবে সে মারা গিয়েছে সেই বিষয়ে তার স্ত্রী সব কিছুই জানেন। তবে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ মামলা হাতে পেয়ে জোর তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। এখন দেখার বিষয় চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাটি সুষ্ঠু তদন্তক্রমে এটা হত্যা না আত্মহত্যা তার সঠিক রহস্য উদ্ঘাটন করতে কতটুকু সক্ষম হয়।

অমিত শাহ

● প্রথম পাতার পর

পুদুচেরিতেই নয়, বংশ পরম্পরা এবং পরিবারতন্ত্রের কারণে গোটা দেশে শেষ হয়ে যাচ্ছে।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'পুদুচেরিতে লাগামছাড়া দুর্নীতি করেছে নারায়ণস্বামী সরকার। এখানকার বিকাশের জন্য ১৫, ০০০ কোটি টাকা পাঠিয়েছিল ভারত সরকার, আপনাদের গ্রামে কী সেই টাকা পৌঁছেছে? গান্ধী পরিবারের সেবার জন্য সেই ১৫,০০০ কোটি টাকা দিল্লিতে পাঠিয়ে দিয়েছে নারায়ণস্বামী সরকার।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'পুদুচেরির সার্বিক বিকাশের জন্য অনেক কাজ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। খুব সম্প্রতি ২৫ ফেব্রুয়ারি, সমুদ্র তীরে বসবাসকারী মানুষের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী একটি ছোট বন্দরের ভুমিপুজো করেছেন। এই বন্দর ২০০৯ থেকে বন্ধ ছিল, খুব শীঘ্রই তা শুরু হয়ে যাবে।' পুদুচেরির জনগণকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'আমি পুদুচেরির জনগণকে প্রশ্ন করতে চাই-যেই দলের নেতা চার-বার লোকসভার সাংসদ আছেন, তাঁর এটাও জানা নেই দু''বছর আগে দেশে মৎস্য পালন বিভাগ শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই দল কী পুদুচেরির কল্যাণ করতে পারবে? আমি পুদুচেরির জনগণকে আশ্বস্ত করতে চাই, আপনারা এনডিএ সরকারকে ক্ষমতায় আনুন, ২০২২ সালে স্বাধীনতার ৭৫ বছর যখন হবে তখন এখানে সমস্ত দরিদ্রদের ঘরে শুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে।'

বিলোনীয়ায়

● প্রথম পাতার পর

মুখে কালো কাপড় ধারি বাইক বাহিনীর দুস্কৃতিকারীরা। এর মধ্যে বরোজকলোনি এলাকার মিথন সরকার ও তন্দ্রা বিশ্বাসের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। স্থানীয় এলাকা বাসিদের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে যদিও বা দমকল বাহিনীর কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।

রাহুল সরকার , উত্তম মিত্র , গৌতম দেবনাথ, দিলীপ সূত্রধর , মিথন সরকার রাধারমণ রায় , তন্দ্রা বিশ্বাস, সমীর বিশ্বাস সহ নিখিল বিশ্বাসের বাড়ি ঘর ভাঙ্গচুর করে বলে অভিযোগ উঠলো শাসকদলীয় বাইক বাহিনীর দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে সমীর বিশ্বাস ১০৩২৩ এর চাকুরী চ্যুত শিক্ষক। সে আবার বিকলাঙ্গ ।বাইক বাহিনীর আক্রমনে আহত হয় তন্দ্রা বিশ্বাস। এই তন্দ্রা বিশ্বাসের ছেলে আবার বিজেপির পৃষ্ঠা প্রমুখ। তন্দ্রা বিশ্বাস বর্তমান বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

অপরদিকে সাতমুড়া এলাকার তনয় ঘোষকে রাত দশটা নাগাদ বাড়ির সামনে বাইক বাহিনীরা বেধরক মারধর করে বলে অভিযোগ। বাইক বাহিনীর তান্ডব চলাকালীন সময় বিলোনিয়া থানায় ফোন করার পরেও পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় নি বলে অভিযোগ। এমনকি বিলোনিয়া থানার ওসিকে জানানো হয়।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত হয় সকাল ১১ টা নাগাদ। ত্রিপুরার ট্রাক ড্রাইভার সংঘের কর্মীরা এক দাবি সনদের প্রতিলিপি মহকুমা শাসক ভাস্বর ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দেয়। দাবিগুলোর মধ্যে ছিল লরি চালক মৃত প্রদীপ দেবনাথের পরিবারে একটি সরকারি চাকরি, ৫লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, আমবাসা জাতীয় সড়কের সেতু দ্রুততার সাথে সংস্কার সহ অন্যান্য ।তবে ত্রিপুরা ট্রাক ড্রাইভার সংঘের সভাপতি রাম সিং এই অবরোধ স্থলে অবরোধকারীদের সাথেই ছিলেন।

াঙ্গন

বিরাট কোহালিরা যেন মাফিয়া গ্যাং, বিশেষ ভূমিকায় অশ্বিন

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। মোতেরা টেস্ট শেষ ২ দিনে। হাতে বেশ কিছু দিন অতিরিক্ত সময় পাওয়া গিয়েছে শেষ টেস্টের আগে। নিজেদের মধ্যে বন্ধনটাকে আরও শক্ত করতে সেই সময়টাকেই যেন কাজে লাগাচ্ছেন বিরাট কোহালিরা। ময়াঙ্ক আগরওয়ালকে দেখা গেল তেমনই একটি ছবি ইনস্টাগ্রামে সমর্থকদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে।এখনও অবধি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই সিরিজে প্রথম একাদশে সুযোগ পাননি ময়াঙ্ক। ভারতীয় ওপেনার অপেক্ষায় রয়েছেন। তবে তার মাঝেই একটি ছবি পোস্ট করেন তিনি। ময়াঙ্ক, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, বিরাট, লোকেশ রাহুল-সহ আরও অনেকে এক সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছেন। সেই ছবির তলায় লেখা, ''মাফিয়া গ্যাং। অশ্বিন মধ্যস্থতাকারী''।জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে থাকায় ছুটি পেলেই ঘুরতে যাওয়া প্রায় বন্ধই। নিজেদের মধ্যেই সময় কাটাতে দেখা যায় ক্রিকেটারদের। হোটেলের মধ্যেই থাকতে হয় বেশির ভাগ সময়। ভারতীয় দল যে তাতে অখুশি তেমন মনে হচ্ছে না এই ছবি দেখে। নিজেদের মধ্যে সময় ভাগ করে নিচ্ছেন বিরাটরা। ৪ মার্চ থেকে শুরু চতুর্থ টেস্ট। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যেতে হলে এই ম্যাচে ড্র করলেও চলবে ভারতের। তবে বিরাটরা যে দাপটের সঙ্গে গোলাপি বলের টেস্ট জিতলেন, তাতে শেষ টেস্টেও ইংল্যান্ডকে পর্যুদস্ত হতে দেখলে অবাক হবেন না সমর্থকরা।

মহারাষ্ট্রে ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতি, দর্শকশূন্য মাঠেই হবে ভারত-ইংল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজ

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। গোটা দেশ যখন ধীরে ধীরে করোনার বিরুদ্ধে সাফল্যের দিকে এগোচ্ছে, সেখানে মহারাষ্ট্রের পরিস্থিতি ভয়ংকর। কোনওভাবেই বাগে আসছে না সংক্রমণ। আর সেই কারণেই ভারত-ইংল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজ নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। জানিয়ে দেওয়া হল, ক্রিকেটারদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে দর্শকশূন্য মাঠেই ম্যাচ আয়োজিত হবে। ময়দানে ক্রিকেট ফিরলেও প্রথমে স্টেডিয়ামে দর্শক প্রবেশের অনুমতি ছিল না। জো রুটদের বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট হয়েছে সমর্থকদের উপস্থিতি ছাড়াই। তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্টে আহমেদাবাদের মোতেরায় ৫০ শতাংশ দর্শক ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীদের উচ্ছ্বাস ছাড়াই ওয়ানডে সিরিজ খেলতে হবে বিরাট কোহলিদের। শনিবারই মহারাষ্ট্র সরকারের তরফে পুণেতে তিন ম্যাচের সিরিজ আয়োজনের জন্য সবুজ সংকেত দেওয়া হয়। কিন্তু উদ্ধব সরকারের সাফ নির্দেশ, উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে কোনওভাবেই দর্শকদের স্টেডিয়ামে ঢোকার অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাদের সিদ্ধান্তে সম্মতি জানিয়েছে বিসিসিআইও। মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি শহর ও শহরতলিতে ক্রমেই বাড়ছে সংক্রমণ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ইতিমধ্যে একাধিক জায়গায় আংশিক এবং কিছু জায়গায় সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। কোথাও আবার জারি নাইট কারফিউ। এই পরিস্থিতিতে ২৭ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি জনতা কারফিউ জারি হয়েছে মহারাষ্ট্রের লাতুর জেলায়। ২৪ ঘণ্টায় সে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত সাড়ে ৮ হাজারেরও বেশি মানুষ। এমন অবস্থায় পুণে থেকে সিরিজ সরানোর চিন্তাভাবনাও করা হচ্ছিল। জট কাটাতে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে বৈঠক করে মহারাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থা। তারপরই সংস্থার তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলা হয়, "মহারাষ্ট্রের বাড়তে থাকা কোভিড সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ম্যাচ পুণেতেই হবে, তবে দর্শকশূন্য মাঠে খেলবে ভারত ও ইংল্যান্ড।" পাশাপাশি সমস্ত ক্রিকেটার ও ম্যাচ অফিসিয়ালদেরও কোভিড বিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।উল্লেখ্য, চলতি চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজে এখনও পর্যন্ত ২-১-এ এগিয়ে ভারত। শেষ টেস্টেই সিরিজের ভাগ্য নির্ধারণ হবে। তারপরই হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। আর ২৩ মার্চ শুরু ওয়ানডে সিরিজ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচ যথাক্রমে ২৬ ও ২৮ মার্চ।

এক ম্যাচে ১১ গোল ! লাস্ট বয়ের কাছে হেরেই আইএসএল শেষ করল এসসি ইস্টবেঙ্গল

কথা ছিল শেষ ম্যাচে সর্বশক্তি দিয়েই ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে ঝাঁপাবেন রবি ফাউলার। সেই মতোই শুরু থেকে ব্রাইট, পিলকিংটনদের নামিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু নিট ফল সেই শূন্য। সম্মানরক্ষার লড়াইতেও লিগ তালিকার লাস্ট বয়ের কাছে পরাস্ত হয়েই টুর্নামেন্ট শেষ করল এসসি ইস্টবেঙ্গল।ডার্বি হারের পর নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে নিতে পারেনি লাল-হলুদ। স্বাভাবিকভাবেই কোচকে ঘিরে সমর্থকদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল ক্ষোভ। কিন্তু পালটা দিতে ছাড়েননি ফাউলারও। উলটে তিনি প্রশ্ন করেন, যে দলের গত ১০-১৫ বছরে বিশেষ সাফল্য নেই, তাঁদের সমর্থকদের আইএসএল চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে অতিরিক্ত প্রত্যাশা কেন? পাশাপাশি ফুটবলারদের চোট ও প্রস্তুতির জন্য সময়ের অভাবকেও ব্যর্থতার কারণ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন তিনি। কিন্তু শনিবার রাতে যে ওড়িশার বিরুদ্ধে এমন কিছু দেখা যাবে, তা এসসি ইস্টবেঙ্গলের অতি বড় শত্রুও হয়তো ভাবেননি। লাল-হলুদের ডিফেন্স নিয়ে রীতিমতো ছিনিমিনি খেলল ওড়িশার ফরোয়ার্ড লাইন। গোল শোধও অবশ্য হল। কিন্তু তুলনামূলক দুর্বল ওড়িশার কাছে ব্রাইটদের এমন নাস্তানাবুদ হতে দেখে ভক্তদের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে বইকী ! আইএসএলের ইতিহাসে প্রথমবার এক ম্যাচে ১১টি গোলের সাক্ষী থাকলেন দর্শকরা। পিলকিংটনের গোলে প্রথমে এগিয়ে যায় এসসি ইস্টবেঙ্গল। তবে কিছুক্ষণ পরই ম্যাচ শোধ করেন লালরেজুয়ালা। সেই গোলের তিন মিনিট পর আবার আত্মঘাতী গোল করে ব্রাইটদের এগিয়ে দেন রবি কুমার। প্রথমার্ধে এগিয়ে থেকে মাঠ ছাড়লেও দ্বিতীয়ার্ধে ছন্নছাড়া বেশ হয়ে পড়েন ফাউলারের দলের ডিফেন্স। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই একের পর এক গোল করতে থাকে ওড়িশা। ডাগআউটে তখন অসহায় ভাবে নিজের দলের করুণ পরিণতি দেখছিলেন দেবজিৎ ঘোষ। দুটি করে গোল করেন পল ও জেরি। আর জয়সূচক গোলটি আসে মরিসিওর পা থেকে। যদিও গোল হজম করলেও লড়াই ছাড়েননি পিলকিংটনরা। দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল করেন অ্যারণ। একটি গোল জেজের। তবে পাঁচটি গোল শোধ করেও শূন্যহাতেই মাঠ ছাড়লেন তাঁরা। খুঁজেই পাওয়া গেল না ব্রাইটকে। উলটোদিকে এই ম্যাচের জন্য তিন পয়েন্ট পকেটে পুরলেও লিগ তালিকার শেষেই রইল ওড়িশা। তবে সম্মানরক্ষার লড়াইয় নিঃসন্দেহে নিজেদের পারফরম্যান্সকে স্মরণীয় করে রাখলেন স্টিভেন ডায়াসের ছেলেরা।

তৃতীয় টেস্টের পিচ নিয়ে এবার তীব্র কটাক্ষ যুবরাজের, পালটা শোনালেন নেটিজেনরাও

স্পিনারদের দাপটে মাত্র দু'দিনেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গোলাপি টেস্ট জিতেছে ভারত। বিরাট-বাহিনীর এমন স্মরণীয় জয়ের পর আহমেদাবাদের পিচ নিয়ে বিভক্ত ক্রিকেটবিশ্ব। কয়েকজন বিশেষজ্ঞের দাবি এমন পিচে রান তোলাই যায়। আবার কয়েকজনের দাবি এটা আর্দশ টেস্ট ম্যাচের পিচ নয়। প্রাক্তন ইংল্যান্ড তারকা মাইকেল ভন তো সরাসরি জ্জঙ্খঞ্খ'কে দোষারোপ করেছেন। কিন্তু গোটা ক্রিকেটবিশ্বকে স্তম্ভিত করে পিচ-সমালোচকদের তালিকায় ভনের সঙ্গে যুক্ত হলেন যুবরাজ সিংও। আহমেদাবাদের পিচ নিয়ে প্রশ্ন তুলে ভারতের বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার টুইট করেন, 'দু'দিনে টেস্ট ম্যাচটা শেষ হয়ে গেল। জানি না এটা টেস্ট ক্রিকেটের জন্য ভাল কিনা।' এখানেই থামেননি যুবরাজ।

ভারতীয় মহাতারকার দাবি এমন পিচে অনিল কুম্বলে বা হরভজন সিং বোলিং করলে হয়তো টেস্টে ৮০০ বা ১০০০ উইকেটে পেয়ে যেতেন। যুবরাজ লিখলেন, 'যদি অনিল কুম্বলে আর হরভজন সিং এমন উইকেটে বোলিং করার সুযোগ পেত তা হলে ওরা ৮০০ বা ১০০০ টেস্ট উইকেট পেত।' যদিও ভারতকে শুভেচ্ছা জানিয়েই টুইটটা শেষ করেন যুবরাজ। লিখলেন, 'ভারতীয় দলকে অভিনন্দন জানাতে চাই। অক্ষর বিধ্বংসী একটা স্পেল উপহার দিল। ইশান্ত আর অশ্বিনকেও আমার অনেক শুভেচ্ছা।' যুবরাজের এ হেন টুইটে শুরু হয় বিতর্ক। প্রাক্তন ক্রিকেটারের কটাক্ষ করে সবাই টুইট করতে থাকেন। এখানেই কিন্তু শেষ নয়, এবার বিতর্ক নম্বর দুইয়ের সম্বন্ধে আসা যাক। রোহিত শর্মার সঙ্গে অনলাইন আড্ডায় যুবরাজ নাকি দলিত সমাজের বিরুদ্ধে খারাপ কয়েকটা মন্তব্য করেছেন এমনটাই অভিযোগ তুলে হানসি পুলিশ স্টেশনে তারকা ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছিলেন আইনজীবী রজত কালসন। কিন্তু এ দিন হরিয়ানা সরকারকে নোটিস পাঠায় হরিয়ানার হাই কোর্ট। যে নোটিসে লেখা হয় যুবরাজ চান তাঁর বিরুদ্ধে করা এফআইআর তুলে দেওয়া হোক। যুবরাজ নিজেও ক্ষমা চেয়ে টুইট করেন। যিনি লিখলেন, 'বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়ে আমার করা কয়েকটা মন্তব্য নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। আমার মন্তব্যে যদি কারও খারাপ লেগে থাকে তা হলে আমি দুঃখিত।

এই পাঁচ তারকাকে এবার প্রথম একাদশে খেলাবেই না কেকেআর ! বড় চমক চতুর্থ জন

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি।। গত মরশুমে অল্পের জন্য কেকেআর প্লে অফে কোয়ালিফাই করতে পারেনি। আরসিবির কাছে চতুর্থ স্থান খুঁইয়ে প্লে অফে খেলার স্বপ্নভঙ্গ হয় নাইটদের। এবার নিলামের আগে মাত্র ১০.৭৫ কোটি টাকা ছিল কেকেআরের। এই টাকাতেই ৮ জন ক্রিকেটারকে সই করিয়েছে নাইটরা।নিলামের আগে ৬ ক্রিকেটারকে রিলিজ করে কেকেআর- ক্রিস গ্রিন, নিখিল নাইক, এম সিদ্ধার্থ, সিদ্ধেষ লাড এবং হ্যারি গার্নি। ১৭জন তারকাকে রিটেন করেছিল। বর্তমানে কেকেআরের স্কোয়াডে ২৫ জন ক্রিকেটার রয়েছেন।বেশ কিছু ক্রিকেটার রয়েছেন দলে যাদের সম্ভবত গোটা টুর্নামেন্ট জুড়েই বেঞ্চে বসে কাটাতে হবে। দেখে নেওয়া যাক তাঁরা কারা- ভেঙ্কটেশ আইয়ার: ২৬ বছরের ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে নিলামে মাত্র ২০ লক্ষ টাকা খরচ করে কিনেছে কেকেআর। এখনও আইপিএলে না খেলা এই তারকা মধ্যপ্রদেশের হয়ে ১০টি প্রথম শ্রেণি, ২৩টি লিস্ট-এ এবং ৩৮টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন। অলরাউন্ডার হিসাবে কেকেআরের য়াডে ইতিমধ্যেই রয়েছেন শিবম মাভি এবং আন্দ্রে রাসেল। এই দুই তারকাকে সরিয়ে প্রথম একাদশে ভেঙ্কটেশের জায়গা করে নেওয়া মুশকিল।শেলডন জ্যাকসন: ঘরোয়া ক্রিকেটের পরিচিত মুখ শেলডনকে এই নিলামেই ২০ লক্ষ টাকায় কেনে কেকেআর। ২০১৭ সালে কেকেআরের হয়েই জ্যাকসন ৪টে ম্যাচ খেলেছিলেন। তারপরে আর আইপিএলে দেখা যায়নি ৩৪ বছরের তারকাকে। দীনেশ কার্তিক দলের একনম্বর বাছাই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের টিম স্টেইফার্টও। বড়সড় অঘটন না ঘটলে জ্যাকসনকে এই আইপিএল মরশুমে মাঠে দেখা আশ্চর্যের হবে।বৈভব অরোরা: আইপিএল ২০২১ নিলামে বৈভবকে ২০ লক্ষ টাকায় কেনে কেকেআর। ঘরোয়া ক্রিকেটে হিমাচলপ্রদেশের হয়ে খেলেন ২৩ বছরের এই উঠতি তারকা। ডান হাতি এই ব্যাটসম্যানের অভিজ্ঞতা বলতে মাত্র ৮টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ, ৪টি লিস্ট-এ ম্যাচ এবং ৬টি টি২০ ম্যাচ ! অনভিজ্ঞতার কারণেই এবার বৈভবকে দেখতে পাওয়ার সম্ভবনা প্রায় নেই।হরভজন সিং: সিএসকে থেকে রিলিজ করে দেওয়ার পরে কেকেআর এবার হরভজন সিংকে বেস প্রাইস ২ কোটি টাকার বিনিময়ে কিনেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এবং আইপিএলের সর্বকালের অন্যতম সফল স্পিনারকে এবার মাঠে দেখতে পাওয়া গেলেই বিস্ময়ের বিষয় হবে। কারণ ৪০ বছরের হরভজন বর্তমানে খেলার মধ্যেই নেই। নিজের সেরা সময় পেরিয়ে এসেছেন বহু আগে। আইপিএলের নিলামেও অন্য কোনো দল হরভজনকে কিনতে আগ্রহ দেখায়নি। তাছাড়া কেকেআরের স্কোয়াডে ভারতীয় স্পিনার হিসাবে ইতোমধ্যেই রয়েছেন কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী, পবন নেগিরা। তাই ভাজ্জিকে সম্ভবত গোটা মরশুমই বেঞ্চে বসে কাটাতে হবে।সন্দীপ ওয়ারিয়র: ২০১৯ সালে কেকেআরের জার্সিতে সন্দীপ ওয়ারিয়র ৩টি ম্যাচ খেলেন। মাত্র ২টো উইকেট দখল করেন। গতবছর মাত্র ১টি ম্যাচে ডান হাতি এই পেসারকে খেলানো হয়। কোনো উইকেট শিকার করতে পারেননি। এর পর কেকেআরের প্রথম একাদশে কার্যত ব্রাত্য হয়ে গিয়েছেন তিনি। দলে প্যাট কামিন্স, প্রসিধ কৃষ্ণ, লকি ফার্গুসনদের মত পেসার রয়েছে। এমন অবস্থায় সন্দীপকে প্রথম একাদশে আর দেখতে না পাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি।কেকেআর স্কোয়াড:নীতিশ রানা, শুভমান গিল, সুনীল নারিন, ইয়ন মর্গ্যান, দীনেশ কার্তিক, আন্দ্রে রাসেল, প্যাট কামিন্স, লকি ফার্গুসন, প্রসিধ কৃষ্ণ, সন্দীপ ওয়ারিয়র, কুলদীপ যাদব, টিম স্টেইফার্ট, বৈভব অরোরা, ভেঙ্কটেশ আইয়ার, শেলডন জ্যাকসন, কমলেশ নাগারকোটি, শিবম মাভি, রাহুল ত্রিপাঠি, বরুণ চক্রবর্তী, রিঙ্কু সিং, শাকিব আল হাসান, হরভজন সিং, বেন কাটিং, করুন নায়ার, পবন নেগি।

৩৯-তম আগরতলা বইমেলা - ২০২১

হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণ
২৬ ফেব্রুয়ারি - ১১ মার্চ, ২০২১

বইমেলার ভাবনা - 'আমাদের ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা'

বারিন দেববর্মা মঞ্চ ঃ চতুর্থ সন্ধ্যা

১ মার্চ

সময় - সন্ধ্যা ৬টা

❖ জেলার শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে - সিপাহীজলা জেলা
❖ রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পীদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ঃ
* একক সঙ্গীত ঃ উদীয়মান শিল্পী শাওলিমা রায়
* সমবেত শ্রুতিনাটক ঃ শ্রাবণসন্ধ্যা
* একক সঙ্গীত ঃ পুস্পিতা চক্রবর্তী, কবরী রায়
❖ জনজাতির অনুষ্ঠান ঃ-
* সমবেত নৃত্য ঃ- তাপাং হুকুমুবদল
* একক সঙ্গীত ঃ রুমি মুড়াসিং
* সমবেত সঙ্গীত ঃ রবি অনুরাগ
❖ **উত্তর পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের সহায়তায় আসাম, মেঘালয় এবং মণিপুরের শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান**
* সমবেত নৃত্য ঃ গুরুকুল, নবনন্দন
* একক সঙ্গীত ঃ অনুপমা দে, পিয়ালী চক্রবর্তী, তন্মী চক্রবর্তী
* যন্ত্রানুসঙ্গে - দীপঙ্কর নন্দী (তবলা), বান্টি সাহা (প্যাড), অলকেশ চক্রবর্তী, (কি-বোর্ড), পলাশ আচার্য (গিটার)
* সঞ্চালনায় - অলক চৌধুরী

Follow us on Facebook - ICA TRIPURA
Twitter – ica_tripura

আপনাদের উপস্থিতিতে নন্দিত হয়ে উঠুক এই অনুষ্ঠান
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ICA-D-1571/21

রবিবার উদয়পুর সায়েন্স সেন্টারের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল রমেশ বৈশ এবং সাথে ছিলেন কন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের রাজ্যমন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশিদের রক্ষক কংগ্রেস-এআইইউডিএফ, দুর্নীতির নায়ক হাগ্রামার হাতে বড়োল্যান্ড সুরক্ষিত নয় : বিজেপি

গুয়াহাটি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হাগ্রামা মহিলারির সঙ্গে কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-এর যে গোপন সমঝোতা ছিল তা আগে থেকেই অনুমান করতে পেরেছিল বিজেপি। তাদের এই অনুমানকে আজ সত্য বলে প্রমাণিত করেছেন বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি। বক্তা অসম বিজেপির মুখপাত্র লক্ষ্য কেঁওর।

রবিবার গুয়াহাটিতে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোটের অংশীদার হয়েছে বডোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ)। মহাজোটবদ্ধ হওয়ার পর সন্ধ্যার দিকে এক প্রেস বিবৃতি জারি করে বিজেপির মুখপাত্র লক্ষ্য কেঁওর বলেন, ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই নিজের শক্তিহীনতার পরিচয় দিয়েছেল বিপিএফ। এবার শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে মহাজোটে যোগদান করেছে দল। তা করে হাগ্রামা প্রমাণ করেছেন, কেবল নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বড়োল্যান্ডের জনতার বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন।

লক্ষ্য কেঁওর আরও বলেন, বিটিআর নির্বাচনে বড়োল্যান্ডের জনতা বিজেপিকে সহায়তা করায় অভূতপূর্ণ সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে দল (বিজেপি)। কেবল সফলতাই নয়, বিজেপি বর্তমানে ইউপিপিএল-কে নিয়ে জোট পরিষদ গঠন করেছে। বর্তমানে বিটিআর-এ বড়োল্যান্ডের পুরনো রাজনৈতিক দল বিপিএফ-এর স্থান কোথায় তা রাজ্যবাসী দেখছেন।

তিনি বলেন, বিজেপির ৩৯টি সাংগঠনিক জেলা, ৬,০০০টি শক্তি কেন্দ্রের আহ্বায়ক, ৪০০টি মণ্ডল এবং ৪ লক্ষ পৃষ্ঠাপ্রমুখ এবং ৪২ লক্ষের বেশি কার্যকর্তা রয়েছে। হাগ্রামা সহ এআইইউডিএফ, কংগ্রেস ইত্যাদি প্রতিটি বিরোধী দলই রাজ্যে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি সম্পর্কে অবগত। সেজন্য তাঁরা এখন শঙ্কিত। বিজেপি বড়োল্যান্ডকে অশুভ শক্তি থেকে সুরক্ষিত করতে বদ্ধপরিকর। বড়োল্যান্ডে সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ, সব-কা বিশ্বাস আদর্শে পরিচালিত বিজেপি। বড়োল্যান্ডের উন্নতি না করে ১৫ বছর অসমকে যারা লুট করেছে সেই কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ বাংলাদেশিদের রক্ষক। তাছাড়া বিটিসির দুর্নীতির নায়ক যে হাগ্রামা তা বড়োল্যান্ডের মানুষ ভালো করে বুঝতে পেরেছেন।

লুঠপাটের নয়, জনহিতের সরকার চাই : সীতারাম ইয়েচুরি

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে লুঠপাটের সরকার বা জাতপাতের সরকার দরকার নেই। আমাদের দরকার জনহিতের সরকার। রবিবার ব্রিগেডের জনসভা থেকে জানিয়ে দিয়েছেন সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। রাজ্যের বিধানসভা ভোটকে নিশানা করে রবিবার এই প্রথম কংগ্রেসের হাত ধরে ব্রিগেডের ময়দানে বামেরা। ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেছেন, 'ব্রিগেডের সমাবেশ বোঝাচ্ছে, বাংলায় পরিবর্তন আনবে এই সংযুক্ত মোর্চা। দিল্লিতে কৃষক আন্দোলন চলছে, অনেকে শহিদ হয়েছেন, কিন্তু মোদীর ভ্রূক্ষেপ নেই। মোদী সরকার না সরলে এই আন্দোলন চলবে, সেই সময়েই এই সংযুক্ত মোর্চার জন্ম।' সীতারাম অভিযোগ করেন, 'ভোটের সময় অর্থসাহায্য কেন? এই সময়েই ঘোষণা কেন? ঘুষ দিচ্ছ? বিজেপিকে কারা এত অর্থসাহায্য করছে জানা নেই। রাজ্যে সারদা, নারদা হয়েছে। বিজেপি ও তৃণমূল একই।' নরেন্দ্র মোদীর নামে স্টোডিয়াম নিয়েও কটাক্ষ করেছেন সীতারাম।

সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, 'দেশ জুড়ে বেকারত্ব, কেন্দ্র প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। বিজেপি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভাজন করছে, আমাদের লুঠপাটের সরকার বা জাতপাতের সরকার দরকার নেই। আমাদের দরকার জনহিতের সরকার।' সীতারাম বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে ত্রিশঙ্কু হলে কী করবেন? আমাকে এক জন জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন। উনিই তো বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করেন। কারণ এটাই ওঁর চরিত্র। ত্রিশঙ্কু হলে উনি বিজেপির সঙ্গে সমঝোতা করবেন।'

প্রতীক্ষা শেষ অ্যামাজোনিয়া-১ ও ১৮টি উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণ

বেঙ্গালুরু ও শ্রীহরিকোটা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্যাল (পিএসএলভি)-সি৫১-এ চেপে মহাকাশে পাড়ি দিল ব্রাজিলের অ্যামাজোনিয়া-১ এবং আরও ১৮টি অন্যান্য স্যাটেলাইট।

রবিবার সকাল ১০.২৪ মিনিট নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিক্যাল (পিএসএলভি)-সি৫১-এ চেপে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে অ্যামাজোনিয়া-১ এবং আরও ১৮টি অন্যান্য স্যাটেলাইট।

৬৩৭ কিলোগ্রাম অ্যামাজোনিয়া-১ এবং আরও ১৮টি অন্যান্য স্যাটেলাইটের সফল উৎক্ষেপণের পর ইসরো-র প্রধান কে সিবান বলেছেন, 'ব্রাজিলের ডিজাইন করা স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে ভারত এবং ইসরো অত্যন্ত গর্বিত। স্যাটেলাইট খুব ভালো আছে। ব্রাজিলের টিমকে অভিনন্দন।' উৎক্ষেপণের নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৌঁছে গিয়েছে অ্যামাজোনিয়া-১ এবং আরও ১৮টি অন্যান্য স্যাটেলাইট।

৩৩ বেড়ে পাকিস্তানে মৃত্যু ১২,৮৬০ করোনা-মুক্ত ৫.৪৫ লক্ষের বেশি

ইসলামাবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানে ফের কমল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। মৃত্যুও ধীরে ধীরে কমছে। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,১৭৬ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৩৩ জনের। ফলে পাকিস্তানে এযাবৎ করোনা কেড়ে নিয়েছে ১২,৮৬০ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৭৩ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৭৭ জন।

রবিবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,১৭৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩৩ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,৭৯,৯৭৩। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২১,৮৩৬। এযাবৎ পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৫,৪৫,২৭৭ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৩ শতাংশ।

ফের ১৬ হাজারের উর্ধ্বে সংক্রমণ দেশে ১১৩ বেড়ে মৃত্যু ১,৫৭,০৫১

নয়াদিল্লি, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ভারতে ফের ১৬ হাজারের গণ্ডি পেরোল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ, ১০০ ছাড়িয়ে মৃত্যুর সংখ্যা ১১৩-তে পৌঁছেছে। শনিবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৬ হাজার ৭৫২ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১১৩ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১,৭১৮ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৭,৭৫,১৬৯ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১৬,৭৫২ জন। ফলে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার ৭৩১-এ পৌঁছে গিয়েছে।

শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১১,৭১৮ জন। ১১৩ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৭,০৫১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫১১ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৪,৯২১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ০১ হাজার ২৬৬ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৫৮ হাজার ৭১৯ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে ভারতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৪,৯২১ জন। করোনা-টেস্টের সংখ্যাও সমানে বাড়ছে দেশে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ৭.৯৫-লক্ষের বেশি মানুষের করোনা-পরীক্ষা করার পর ভারতে ২১.৬২-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। রবিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭,৯৫,৭২৩টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২১,৬২,৩১,১০৬-এ পৌঁছে গিয়েছে।

আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও, সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১১,৭১৮ জন। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৭,০৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১১৩ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৭,৭৫,১৬৯ জন (৯৭.১০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৪,৯২১ বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৬৪,৫১১ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১.৪৮ শতাংশ)।

অসুস্থ, সার্জারি লিখতে পারছি না : অমিতাভ

মুম্বই, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): শরীর ভাল নেই বিগ বি অমিতাভ বচ্চনের। করাতে হবে সার্জারি। নিজের ব্লগ পোস্টে স্বয়ং অমিতাভ বচ্চন নিজেই এ কথা জানিয়েছেন। নিজের ব্লগ পোস্টে শনিবার অমিতাভ লেখেন, 'অসুস্থ সার্জারি লিখতে পারছি না'। আর এই একটি পোস্টেই দুঃশ্চিন্তা শুরু হয়ে যায় অনুরাগীদের। অনুরাগীরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে কমেন্টে ভরিয়ে দেন পোস্ট। শনিবার একটি টুইটও করেন অমিতাভ। অভিনেতা লেখেন, 'কোনও একটা কিছু প্রয়োজনের থেকে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

জোট নয়, শেষ কথা বলবে মানুষের ঐক্য : সূর্যকান্ত মিশ্র

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জোট নয়, শেষ কথা বলবে মানুষের ঐক্য। ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে জানিয়ে দিলেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। রবিবার ব্রিগেডের মঞ্চে সূর্যকান্ত বলেন, 'মানুষকে এই লড়াইতে পাশে পেতেই হবে, বিকল্পের জন্য সংগ্রাম চাই।' এদিন বক্তৃতার শুরুতেই আশঙ্কা প্রকাশ করে সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র বলেছেন, 'এই ব্রিগেড সমাবেশ যাতে প্রচার না পায় তার চেষ্টা হতে পারে। আমাদের মানুষের কাছে যেতে হবে। তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে তরজা গান চলছে। কিন্তু ওই তরজা গান উপর থেকে লিখে দেওয়া হয়েছে। এ সব তরজা চালিয়ে মানুষকে শোষণ চালানো হচ্ছে, আমাদের কাজ চাই, সব শূন্যপদে ১ বছরের মধ্যে নিয়োগ চাই। মানুষের খাদ্যের নিরাপত্তা চাই।' সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, 'আমাদের কথা সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। মানুষ কিছু বললে তা মাথা পেতে নিতে হবে। মানুষ ঠিক করবে কী হবে, তেমন একটা সরকার চাই।' সূর্যকান্ত বলেন, 'জোট নয়, শেষ কথা বলবে মানুষের ঐক্য। মানুষকে এই লড়াইতে পাশে পেতেই হবে, বিকল্পের জন্য সংগ্রাম চাই।'

সূর্যকান্ত মিশ্রর আগে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিমান বসু। তিনি বলেন, 'এই সমাবেশের পর এক দিকে থাকবে বিজেপি-তৃণমূল। অন্য দিকে থাকব আমরা সবাই। যাঁরা বলেন বামেদের দূরবিন দিয়ে দেখতে হয়, তাঁরা আজকের সমাবেশের খবর নিন। ব্রিগেডের সমাবেশে ঐতিহাসিক ভিড়।

মেক্সিকোতে বন্দুকবাজের হামলায় নিহত ১১, আহত ২ জন

মেক্সিকো, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফের বন্দুকবাজের হামলায় আক্রান্ত মেক্সিকো। শনিবার পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য জালিস্কোতে অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের গুলিতে অন্তত ১১ জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে এই হামলায় আহত হয়েছেন আরও দুইজন। এমনটাই জানা গেছে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে।

হালিস্কোর সরকারি দফতর জানিয়েছে, গুয়াদালাহারার তোনালা উপশহরে একটি বাড়ির বাইরে গুলিতে জখম অবস্থায় ১০ জনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আর ভেতরে আরেকজন পুরুষের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন কার্যসূচির মাধ্যমে শিলচরে "জাতীয় বিজ্ঞান দিবস" পালন ব্রেকথ্রু সায়েন্সের

শিলচর (অসম), ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : নানা কার্যসূচির মাধ্যমে "জাতীয় বিজ্ঞান দিবস" পালন করেছে ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি, শিলচর চ্যাপ্টার। এ উপলক্ষ্যে আজ রবিবার সকাল নয়টায় শিলচরের ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে বিজ্ঞানীদের উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর পাশাপাশি সেখানে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য পেশ করেছেন সংগঠনের আসাম চ্যাপ্টারের অন্যতম সদস্য হিল্লোল ভট্টাচার্য।

হিল্লোল বলেন, ১৯২৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ভারতের অন্যতম বিখ্যাত বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ আলোর উপর গবেষণা করে যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছিলেন যা রমন ইফেক্ট নামে খ্যাত। এই আবিষ্কার পদার্থ বিজ্ঞানের পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞানেও অনেক সহায়তা করেছিল। সিভি রমণের এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৩০ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। তিনি পরবর্তীতে ভারতে বিজ্ঞান গবেষণার অগ্রগতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৩৪ সালে "ইন্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েনসেস" গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে তিনি ১৯৫৪ সালে ভারতরত্ন এবং ১৯৫৭ সালে লেনিন শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে সিভি রমণ-এর আবিষ্কারের প্রতি সম্মান জানিয়ে ভারত সরকার ২৮ ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস ঘোষণা করে।

তিনি বলেন, ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি প্রতি বছর দেশে এই দিবস বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পালন করে থাকে। ভারতের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশ বসু, সিভি রমণ, মেঘনাদ সাহা, সতেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে যে কাজ করেছিলেন আজ তার বিপরীতে কাজ চলছে। জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঞ্চকে অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়ার মঞ্চে পরিণত করা হয়েছে। আজকের কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করেন অভিষেক গুপ্ত, এএসএম ইসলামুল হক লস্কর, রাজশ্রী রোহন শুক্লবৈদ্য, সইদ আমজাদ আহমেদ, ভৃগু চক্রবর্তী, বাহারুল ইসলাম, তুতন দাস প্রমুখ।

ব্রিগেডের সমাবেশ থেকে কংগ্রেসকে কড়া বার্তা দিলেন আব্বাস সিদ্দিকি

কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ব্রিগেডের মেগা সমাবেশ থেকে কংগ্রেসকে কড়া বার্তাও দিলেন আব্বাস সিদ্দিকি। রবিবার বাম, কংগ্রেস ও আইএসএফ 'সংযুক্ত মোর্চা'-র যৌথ ব্রিগেড সমাবেশে নিজের ভাষণে আব্বাস সিদ্দিকি বলেন, 'ভাগীদারি করতে এসেছি, কাউকে তোষণ করতে নয়। পিছিয়ে পড়াদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। দরজা খোলো, তাহলেই বন্ধুত্ব নিশ্চিত।'

আইএসএফের দাবি মেনে জোটের বড় শরিক সিপিএম তাদের পছন্দমতো আসন ছেড়ে দিলেও, কংগ্রেস এ ব্যাপারে এখনও সবুজ সংকেত দেয়নি। তা সত্ত্বেও তিন দল মিলে রবিবার ব্রিগেডের মেগা শো'য় শামিল। এটাই নির্বাচনের আগে বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধী সবচেয়ে বড় প্রচারসভা। নেতাদের প্রতিটি শব্দে, প্রত্যেক কথায় তার প্রতিফলন। কিন্তু তার মাঝেই 'সংযুক্ত মোর্চা'য় ঐক্যের তাল কেটে গেল আরেক জোট শরিক আইএসএফ প্রধান আব্বাসের বক্তব্যে। পছন্দমত আসন পেয়ে তিনি যেমন বামেদের ধন্য ধন্য করলেন, তেমনই কড়া বার্তা দিলেন কংগ্রেসকেও। আর তা ঘিরেই এত বড় মঞ্চে ক্ষণিকের জন্য পরস্পরের মতানৈক্যের ছবি প্রকাশ্যে চলে এল। তা নজর এড়াল না কারও। এদিন নিজের বক্তব্যের শুরুতেই আব্বাস সিদ্দিকি বলেন, 'আমার ভালোবাসার মানুষ মহম্মদ সেলিম, বিমান দা এবং বাম শরিক দলের প্রত্যেকটা নেতা---কর্মীকে অভিনন্দন জানাই। আমরা বামফ্রন্টকে একটা তালিকা দিয়েছিলাম। সেটা বিচার—বিবেচনা করে এবং মানুষের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের দাবিকে তাঁরা মেনে নিয়েছেন। তাই যেখানে যেখানে বামফ্রন্টের শরিক দল প্রার্থী দেবে, আগামী দিনে রক্ত দিয়ে হলেও মাতৃভূমিকে স্বাধীন করব। আগামী দিনে এই বিজেপি সরকার আর বিজেপির বি---টিম তৃণমূল কংগ্রেসকে উৎখাত করব।'

তিনি বলেন, আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতেই পারে আপনি বললেন, যেখানে যেখানে বাম শরিক দল দাঁড়াবে, সেখানে তাঁদের ভোট দেবেন, তা হলে কংগ্রেসের কথা বললেন না কেন? আমি স্পষ্ট করে বলছি, ভাগিদারি করতে এসেছি। কাউকে তোষণ করতে নয়। অনেক হয়েছে আর নয়, ভাগিদারি চাই। পিছিয়ে পড়া আদিবাসী, দলিত, ওবিসি, মুসলিমপিছিয়ে পড়া মানুষের হক বুঝে নিতে হবে। এই ভাগিদারিতে এসেছি। পিছিয়ে পড়াদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। কেউ যদি বন্ধু ভেবে আসতে চাইলে সমর্থন করব।' বিধানসভা নির্বাচনের লড়াই এখন তৃণমূল কংগ্রেস—বিজেপির বিরুদ্ধে। বিজেপির গায়ে আবার হিন্দুত্বের তকমা। ফলে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের গুরুত্ব অন্যরকম। তাই সম্ভবত বাম—কংগ্রেস জোটে এবার নতুন শরিক আব্বাসের আইএসএফ। কিন্তু বামেদের মতো কংগ্রেসও কি ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টকে গুরুত্ব দিতে রাজি? এই প্রশ্ন আজ তুলে দিল ব্রিগেড মঞ্চে আব্বাস--- অধীরের আচরণ। যা জোটে জট পাকাতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

নতুন ভাবনায় পথ চলা শুরু
বাংলার সাথে এখন হিন্দি খবর-ও
hindi.jagarantripura.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।